POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ
فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ
هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে।

(সূরা আরফ আয়াত: ১৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 27

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 6 জুলাই, 2023 17 যুল হাজ্জা 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.)-এর একটি প্রিয় দোয়া

১১২৭) হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এক রাতে তাঁর এবং রসুল তনয়া হযরত ফাতিমা (রা.) এর কাছে এসে বলেন-' তোমরা কি (তাহাজ্জুদের) নামায পড় না?' আমি বললাম, 'হে রসুলুল্লাহ! আমাদের প্রাণ আল্লাহ্ তা'লার হাতে আছে; তিনি যেদিন ইচ্ছে করেন আমাদেরকে ঘুম থেকে তুলে দেন। আমি একথা বললে তিনি ফিরে গেলেন, কোন উত্তর করলেন না। তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে দেখেছি নিজের উরু চাপড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন- 'মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়া করে।'

রমযানে বা-জামাত নফল নামায

১১২৯) হযরত আয়েশা উম্মুল মোমেনীন (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক রাতে মসজিদে নামায পড়লেন। লোকেরাও তাঁর পিছনে নামায পড়ল। এরপর পর তিনি পরের দিনও পড়লেন আর এতেও অনেক লোক হল। তৃতীয় বা চতুর্থ রাতেও অনেক মানুষ এল, কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাদের জন্য বাইরে আসলেন না। সকাল হলে তিনি বললেন: তোমরা যা কিছু করছিলে তা আমি দেখে ফেলেছিলাম। আর আমি এই আশঙ্কায় তোমাদের মাঝে আসি নি যে পাছে তোমাদের জন্য (তাহাজ্জুদ) অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই ঘটনাটি রমযানের মাসের।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুত তাহাজ্জুদ)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৫ মে ২০২২
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত যুক্তরাষ্ট্র, ২০২২,
প্রশ্নোত্তর

এই অধিকার আল্লাহ তা'লারই, যাঁর কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করতে পারি। কোন মানুষ, পশু-পাখি, বস্তুত আকাশ ও পৃথিবীতে কোন সৃষ্টিরই এই অধিকার বর্তায় না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আল্লাহ্ তা'লার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।

সাহায্য যাচনা প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তা'লা-ই অধিকার রাখেন, যাঁর কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করতে পারি। আর কুরআন করীম এর উপরই বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ (সূরা ফাতিহা: ৫) প্রথমে 'রব', 'রহমান', 'রহীম'. 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়েছেন। অতঃপর শিখিয়েছেন اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবংতোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। এর থেকে জানা যায় যে, এই অধিকার আল্লাহ তা'লারই, যাঁর কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করতে পারি। কোন মানুষ, পশু-পাখি, বস্তুত আকাশ ও পৃথিবীতে কোন সৃষ্টিরই এই অধিকার বর্তায় না। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রচ্ছন্নরূপে এই অধিকার আল্লাহ্ প্রিয়ভাজন ও তাঁর মনোনীত পুরুষদের দেওয়া হয়েছে। আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বানিয়ে বলতে চাই না, বরং আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুলের বাণীর মধ্যে সীমিত থাকতে চাই। এরই নাম 'সিরাতে মুস্তাকীম' আর এ বিষয়টি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর মধ্যেও সম্যকরূপে বোঝা যায়। এর প্রথমাংশ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা-ই মানুষের প্রিয়, উপাস্য এবং অভিপ্সীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৬২)

চোখ যদি বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করে, যা দেখার অধিকার নেই, তবে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদি কোন হৃদয় এমন চিন্তাধারা পোষণ করে যা পোষণ করার অধিকার তার নেই, তবে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এটি এমন উচ্চ মানের পবিত্রতার শিক্ষা যার উপর আমল করে মানুষের মধ্যে কোনও প্রকার কলুষতা থাকতে পারে না।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

সূরা বনী ইসরাইলের ৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

এর অর্থ এই নয় যে, কোন নতুন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করবে না এবং নিত্যনতুন গবেষণা করবে না। বরং এর অর্থ হল সন্দেহের বশবর্তী হয়ো না এবং ভালভাবে যাচাই না করে কাউকে অপবাদ দিও না। সুতরাং যে সব কারণে মানুষ সন্দেহের বশবর্তী হতে পারে, পরবর্তীতে সেই সব কারণগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কান, চোখ এবং হৃদয়। অনেক সময় মানুষ অন্যদের বিষয়ে কথা শুনে সেটিকেই সত্য মনে করে বসে এবং বিষয়টি সত্যাসত্য যাচাই না করেই শত্রুতা করতে আরম্ভ করে দেয়। অনেক সময় একটা ঘটনা ঘটতে দেখে তার ভুল অর্থ বের করে নেয় এবং যাচাই করে দেখে না যে, এই কাজের পিছনে কোন বৈধ কারণও তো থাকতে পারে, যেটিকে সে আপাতদৃষ্টিতে মন্দ বলে মনে করছে আর এভাবে অনেকে নিজে থেকেই মনের মধ্যে একটা মনগড়া বিষয় বানিয়ে ফেলে। এই সব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে এবং এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সন্দেহের পিছু ধাওয়া করা উচিত নয়।

সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হল কান। অধিকাংশ মানুষ কানে কোন কথা শুনে কোন বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে। এই কারণে এর বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় বড় মাধ্যম হল চোখ যাকে দুই নম্বরে রাখা হয়েছে। এরপর রয়েছে চরম পর্যায়ের সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি, যে কারো অভিযোগের ভিত্তিতে বা সন্দেহজনক কোন বিষয় দেখে নয়, বরং নিজে থেকেই মনের মধ্যে কোন কারণ তৈরী করে মানুষের পেছনে লাগে। একে সবার শেষে রাখার কারণ এটি সব থেকে কম পরিমাণে হয়। কেননা, মারাত্মক ব্যাধি সব সময় কম হয়ে থাকে।

'ইন্নাস সামআ'- এই বাক্যে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একথা মনে করো না যে, ধন-সম্পদ ও প্রাণের বিষয়ে অত্যাচারের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। বরং মানুষের সম্মানের উপর আঘাত হানার বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। চোখ যদি বিষয়টিকে দেখার চেষ্টা করে, যা দেখার অধিকার নেই, তবে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদি কোন হৃদয় এমন চিন্তাধারা পোষণ করে যা পোষণ করার অধিকার তার নেই, তবে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এটি এমন উচ্চ মানের পবিত্রতার শিক্ষা যার উপর আমল করে মানুষের মধ্যে কোনও প্রকার কলুষতা থাকতে পারে না।

এই শিক্ষার মধ্যে নৈতিকতার বিষয়ে অত্যন্ত উচ্চমানের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষের কোনও সিদ্ধান্তের ভিত্তি ধারণার উপর রাখা উচিত নয়, বরং জ্ঞানের উপর রাখা উচিত। কেবল চোখ, কান বা অন্তরের সাক্ষীই যথেষ্ট নয়, সমস্ত দিক থেকে যাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। হযরত ইমাম আবু হানিফ (রহে.) এর বিখ্যাত উক্তি-'কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি কুফরের ৯৯টি কারণ থাকে এবং ঈমনের একটি মত্র কারণ থাকে, তবে তাকে কাফের বলো না'। এই প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তির অর্থ, যদি কারো ৯৯টি যুক্তি কুফরের হয় আর একটি মাত্র যুক্তি ঈমানের হয়, তবে তাকে কাফের বলো না। (তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড,

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

প্রকৃত শান্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এক অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার না করা হয়।

আল্লাহ্ তা'লা-ই যে শান্তিদাতা- এই মতবাদ ইসলাম ধর্ম আঁ হযরত (সা.) এর মাধ্যমে জগতের সামনে উপস্থাপন করেছিল।

যদি কোন আশার আলো থেকে থাকে, শান্তির নিশ্চয়তা থেকে থাকে, তবে সেটি একটিই সত্তা যাকে আল্লাহ্ তা'লা শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা সহকারে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, যিনি হলেন শান্তির যুবরাজ, যিনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট মানুষের মধ্য থেকে সব থেকে বেশি প্রিয়, যাঁর উপর আল্লাহ্ তা'লার শেষ পরিপূর্ণ শরিয়ত-বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল, যাঁর শিক্ষা হল শান্তি ও সম্প্রীতির।

প্রকৃত শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন ব্যক্তিগত, বংশগত, জাতিগত সংকীর্ণতার উর্দ্ধে এসে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় আর এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করে যে, আমার উপর অতিপ্রাকৃত সত্তা বিরাজ করছেন যিনি কেবল আমার নিজের জন্য শান্তি চান না, বরং সমগ্র জগতের জন্য শান্তি চান।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মহম্মদ (সা.) এবং কুরআন করীমকে প্রেরণ করে মানবতার উপর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যদি এর থেকে উপকৃত না হয় এবং নিজেদের বিনাশকারী সংকীর্ণ স্বার্থের মোহেই আবদ্ধ হয়ে থাকে, তবে এর থেকে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

এস, শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা দানকারী এই মহান সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইহকাল ও পরকালে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তার উপকরণ তৈরী করি।

ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরী না হয় আর প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ এক-অদ্বিতীয় খোদার অস্তিত্বকে স্বীকার না করে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়।

আঁ হযরত (সা.) নিষ্ঠাবান দাস এর সঙ্গে যুক্ত হওয়াও জরুরী, তবেই আধ্যাত্মিক ও তত্ত্বজ্ঞানের ব্যুৎপত্তি লাভ হতে পারে।

২০২২ সালের ২১ শে আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত জলসা সালানা জার্মানীর সমাপনী অধিবেশনে হুযুর আনোয়ারের ভাষণের মূল অংশগুলো হুযুরের অনুমোদনক্রমে প্রশ্নোত্তর আকারে প্রকাশিত হল।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর ভাষণের শুরুতে কোভিড মহামারির পর কোন সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন যা পৃথিবীকে বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়েছে?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথমে কোভিড মহামারি বিশ্বকে অস্থির করে রেখেছিল। সেই অতিমারি সমস্যা মিটতে না মিটতেই এখন যুদ্ধ পরিস্থিতি বিশ্বকে এক ভয়ানক সন্ধিক্ষণে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর কোন অঞ্চল এই বিনাশ থেকে রেহাই পাবে বলে হচ্ছে না যার অনুমান করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইউরোপ ও এশিয়া সম্পর্কে কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

উত্তর: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইউরোপ ও এশিয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নও। এবং হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হতে দেখছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবহীন দেখছি।

প্রশ্ন: প্রকৃত শান্তি কখন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রকৃত শান্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এক অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার না করা হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরী না হয় আর প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ এক-অদ্বিতীয় খোদার অস্তিত্বকে স্বীকার না করে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কি বলেছেন?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেছেন: প্রকৃত শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন ব্যক্তিগত, বংশগত, জাতিগত সংকীর্ণতার উর্দ্ধে এসে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় আর এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করে যে, আমার উপর অতিপ্রাকৃত সত্তা বিরাজ করছেন যিনি কেবল আমার নিজের জন্য শান্তি চান না, বরং সমগ্র জগতের জন্য শান্তি চান।

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তা'লা-ই শান্তিদাতা- কে এই মতবাদের পথিকৃত?

উত্তর: আল্লাহ্ তা'লা-ই যে শান্তিদাতা- এই মতবাদ ইসলাম ধর্ম আঁ হযরত (সা.) এর মাধ্যমে জগতের সামনে উপস্থাপন করেছিল।

প্রশ্ন: আমরা কখন নিজেদেরকে হতভাগা বলে মনে করব?

উত্তর : হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা হযরত মহম্মদ (সা.) এবং কুরআন করীমকে প্রেরণ করে মানবতার উপর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যদি এর থেকে উপকৃত না হয় এবং নিজেদের বিনাশকারী সংকীর্ণ স্বার্থের মোহেই আবদ্ধ হয়ে থাকে, তবে এর থেকে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

প্রশ্ন: পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: এমতাবস্থায় যদি কোন আশার আলো থেকে থাকে, শান্তির নিশ্চয়তা থেকে থাকে, তবে সেটি একটিই সত্তা যাকে আল্লাহ্ তা'লা শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা সহকারে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, যিনি হলেন শান্তির যুবরাজ, যিনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট মানুষের মধ্য থেকে সব থেকে বেশি প্রিয়, যাঁর উপর আল্লাহ্ তা'লার শেষ পরিপূর্ণ শরিয়ত-বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল, যাঁর শিক্ষা হল শান্তি ও সম্প্রীতির, যিনি খোদা তা'লার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কারণে এবং নিজের উপর অবতীর্ণ শিক্ষাকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিতে এবং পৃথিবীকে বিনাশ থেকে রক্ষা করার চিন্তায় ব্যকুল থাকতেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। এজন্য তিনি নিজেকে বিপদে ফেলেছিলেলন এবং আকুল ও বেদনাতুর হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছিলেন, এতটাই যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন- لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তুমি কি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে, (এই দুঃখে যে) তারা ঈমান আনে না?

প্রশ্ন: যুদ্ধ হলে কি ধরণের বিনাশলীলার সম্ভাবনা রয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিছু কিছু স্থানে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুদ্ধ হলে যে পরিমাণ বিনাশ সংঘটিত হবে তা এতটাই ভয়াবহ হবে যে, পরমাণু বোমার প্রয়োগের ফলে যুদ্ধের সময় এবং এর পরবর্তী সময়ে পৃথিবী থেকে আনুমানিক ৬৬ শতাংশ মানুষের অস্তিত্ব মুছে যাবে।

প্রশ্ন: ইউরোপ ও পশ্চিম আফ্রিকার মানুষদের কোন ধারণা গ্রাস করেছিল?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: ইউরোপ ও পশ্চিমের উন্নত দেশগুলি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আত্মপ্রসাদ নিচ্ছিল যে, পৃথিবীর যে যে অঞ্চলে ও দেশে যুদ্ধ-পরিস্থিতি, অরাজকতা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে তা থেকে আমরা হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছি। তাই আমরা নিরাপদ রয়েছি।

প্রশ্ন: উন্নত বিশ্বের দেশগুলি যুদ্ধের আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে কি করছে?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: উন্নত বিশ্বের দেশগুলি সেই সব অশান্ত দেশগুলিতে অস্ত্র সরবরাহ করছে যাতে

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

জুমআর খুতবা

"আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের অহর্নিশি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই জামা'ত (ক্রমশ) বৃদ্ধি লাভ করছে।আমাদের বিরোধীরা অহোরাত্র চেষ্টা করছে এবং কঠোর পরিশ্রম করে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করছে এবং জামা'তকে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। কিন্তু খোদা আমাদের জামা'তকে (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করে চলছেন।" (মসীহ মওউদ)

"মহাসম্মানিত আল্লাহ্ যাঁকে প্রেরণ করেন এবং সত্যিকার অর্থেই যে খোদার পক্ষ থেকে (আবির্ভূত)হয়, সে প্রতিনিয়ত উন্নতি করে এবং বৃদ্ধি পায়আর তাঁর জামা'ত প্রতিদিন সুষমামণ্ডিত হতে থাকে। আর তাঁকে বাধাদানকারী প্রতিনিয়ত ধ্বংস ও লাঞ্ছিত হতে থাকে এবং তাঁর বিরোধী ও অস্বীকারকারী অবশেষে গভীর আক্ষেপের সাথে মৃত্যুবরণ করে।" (মসীহ মওউদ)

নাম সর্বস্ব ওলামা ও বিরোধীরা মনে করে আমরা হযরত মসীহ্ ম ওউদ (আ.)-এর জামা'তকে নিজেদের (মুখের) ফুৎকারে ধ্বংস করে দিব, কিন্তু তারা জানে না যে; তারা আল্লাহ্তা'লার বিরুদ্ধে লড়ছে। আর আল্লাহ্তা'লার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ালে (মানুষ) নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্তা'লা নিজ বান্দার সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন করেন।

একদিকে পাকিস্তানে আমাদের মিনার ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে,মসজিদের মেহরাব ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে, অপরদিকে অন্যান্য স্থানে আল্লাহ্ তা'লা সুন্দর সুন্দর মসজিদ আমাদেরকে দান করছেন এবং প্রচুর পরিমাণে দান করছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সত্যতা এবং বিশ্বব্যাপী জামাত আহমদীয়ার উন্নতির ঈমান-উদ্দীপক বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১৯ শে মে, ২০২৩, **এর জুমআর খুতবা (১৯ হিজরত ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা তের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, "এটিও মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র সুমহান নিদর্শন যে, মিথ্যাবাদী ও কাফির আখ্যায়িত করার এমন হিড়িক সত্ত্বেও এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের অহর্নিশি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই জামা'ত (ক্রমশ) বৃদ্ধি লাভ করছে।আমাদের বিরোধীরা অহোরাত্র চেষ্টা করছে এবং কঠোর পরিশ্রম করে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র করছে এবং জামা'তকে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। কিন্তু খোদা আমাদের জামা'তকে (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করে চলছেন। তোমরা কি জানো এর পেছনের প্রজ্ঞাবা রহস্য কী? এর রহস্য হলো, মহাসম্মানিত আল্লাহ্ যাঁকে প্রেরণ করেন এবং সত্যিকার অর্থেই যে খোদার পক্ষ থেকে (আবির্ভূত)হয়, সে প্রতিনিয়ত উন্নতি করে এবং বৃদ্ধি পায়আর তাঁর জামা'ত প্রতিদিন সুষমামণ্ডিত হতে থাকে। আর তাঁকে বাধাদানকারী প্রতিনিয়ত ধ্বংস ও লাঞ্ছিত হতে থাকে এবং তাঁর বিরোধী ও অস্বীকারকারী অবশেষে গভীর আক্ষেপের সাথে মৃত্যুবরণ করে। প্রকৃতপক্ষে খোদাতা'লার ইচ্ছাকে কেউ ব্যাহত করতে পারে না, যদি তা সত্যিই তাঁর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে; তা সে যত চেষ্টাই করুক না কেন এবং হাজার হাজার ষড়যন্ত্রই করুক না কেন। কিন্তু যে জামা'তের গোড়াপত্তন খোদা তা'লা করেন এবং যাকে তিনি বৃদ্ধি করতে চান, তাকে কেউইপ্রতিহত করতে পারে না। কেননা,তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় যদি সেই জামা'ত থেমে যায় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, বাধা প্রদানকারী খোদার বিরুদ্ধে জয় লাভ করেছে, অথচ খোদার ওপর কেউই জয়যুক্ত হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৪)

তাঁর এসব কথার পূর্ণতার দৃশ্যাবলী আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। শত্রুরা ব্যক্তিগতভাবেও চেষ্টা করেছে এবং দলবদ্ধভাবেও বাহ্যত ঐক্যবদ্ধ হয়ে জামাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁ কে (আ.) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছে দিব।" (তাযকেরা, পৃ: ২৬০) আবার বলেছেন, আমি তোমার নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক প্রেমিকদের দলকে বড় করবো। (আয়েনাতে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৬৪৮) সেই অনুযায়ী আমরা বিশ্বজুড়ে জামা'তকে বিস্তৃত হতে দেখছি। এসব নাম সর্বস্ব ওলামা ও বিরোধীরা মনে করে আমরা হযরত মসীহ্ ম ওউদ (আ.)-এর জামা'তকে নিজেদের (মুখের) ফুৎকারে ধ্বংস করে দিব, কিন্তু তারা জানে না যে; তারা আল্লাহ্তা'লার বিরুদ্ধে লড়ছে। আর আল্লাহ্তা'লার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়ালে (মানুষ) নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্তা'লা নিজ বান্দার সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন করেন।

আল্লাহ্তা'লার সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থনের দৃশ্যাবলী আমরা বিশ্বের দূর-দূরান্তের বিভিন্ন দেশেও দেখতে পাই। এমন অঞ্চলে যেখানে কখনো কখনো সচরাচরও মানুষ পৌঁছাতে পারে না, অত্যন্ত দুর্গম রাস্তা হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সেখানেও স্বীয় সমর্থনের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন। বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের প্রাণান্ত চেষ্টা করে ঠিকই কিন্তু ব্যর্থতার মুখ দেখে।

কোনো কোনো স্থানে প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি করে তারা জামা'তের সদস্যদের ভীতত্রস্ত করতে চায়, কিন্তু এসব বিষয় জামাতের সদস্যদের ঈমানে সমৃদ্ধ করে।

পৃথিবীতে ঐশীসাহায্য ও সমর্থনের যেসব ঘটনা ঘটে,হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত ঐশী প্রতিশ্রুতি যে ব্যাপকপরিসরে পূর্ণ হয়; সেগুলো আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ্তা'লা কীভাবে মানুষজনের হৃদয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করা এবং তাঁকে মানার প্রেরণা সঞ্চার করেন,এখন আমি সে প্রেক্ষাপটে জামা'তের উন্নতির কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো।

কিছু লোক বিরোধিতা করে কিন্তু তাদের বিরোধিতাজ্ঞানের স্বল্পতার কারণে হয়ে থাকে। যখন তারা প্রকৃত সত্য জানতে পারে তখন শুধু বিরোধিতাই পরিত্যাগ করে না বরং (সত্যকে) গ্রহণও করে। এমনই একটি ঘটনার উল্লেখ করে কঙ্গো কিনসাশা জামাতের আমীর লিখেন,সেন্ট্রাল কঙ্গো প্রদেশের একটি গ্রামের এক অংশে আমাদের মুয়াল্লিম ঈসা সাহেব জামা'তের প্রতিনিধিদল নিয়ে তবলীগের উদ্দেশ্যে যান। সেখানকার মসজিদের ইমাম জিব্রাঈল সাহেব জামাতের বিরোধিতার কারণে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার সাথে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বিষয়ে আলোচনা হয়। তার সামনে যখনএ বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার বিশ্বাসের কারণে নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর অবমাননাহয় তখন তিনি এ বিষয়টি অনুধাবন করেন। পাকিস্তানী মৌলভীদের মতো তার মধ্যে একগুঁয়েমি ছিলনা। আর ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বিষয়টিও তিনি বুঝতে সক্ষম হন। তিনি তখনই তার পরিবারের ছয়জন সদস্য এবং একুশজন মুক্তাদী সহ বয়আত গ্রহণ করেন। এভাবে সেখানে জামা'তও প্রতিষ্ঠিত হয়।

এছাড়া কোনো কোনো স্থানে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং (মসীহ্ মওউদকে) গ্রহণ করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। যেমন গিনি কোনাক্রির মুবাল্লিগ লিখেন, এখানে কুটায়া নামে একটি গ্রাম রয়েছে, সেখানে (তারা) তবলীগের জন্য যান এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী সবিস্তারে তুলে ধরেন। তখন গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ

ব্যক্তি বলেন, তিনি তার দাদার কাছেপ্রায়ই মাহদীমাহদী শব্দটি শুনতেন। কিন্তু তিনি কখনো এ বিষয়টি বুঝেননি, আর তার দাদাও এ বিষয়ে কখনো তাকে কিছু খুলে বলেননি। তবে, একথা বলেছিলেন যে, এর সম্পর্ক রয়েছে ইসলামের সাথে। আজ আপনি যেহেতু ইমাম মাহদী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবেআলোচনা করলেন তাই আমি আজ মনেপ্রাণেআহমদীয়াত গ্রহণ করছি। তিনি গ্রামবাসীকে সম্বোধন করে বলেন, এই জামা'তকে গ্রহণ করো। কেননা, আমি অধিকাংশ আফ্রিকান দেশ ঘুরেছি আর সর্বত্র আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকেই ইসলামের সেবা করতে দেখেছি, অথচ অন্যান্য ফির্কাগুলো হয় পার্থিব সম্পদ অর্জনেমত্ত অথবা একে অন্যকে কাফির আখ্যায়িত করার প্রয়াসে নিজেদের পাণ্ডিত্য যাহির করতে ব্যগ্র । একমাত্র এই জামা'তই কুরআন ও ইসলামের সেবা করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় গ্রামে ইমাম সহ অনেক মানুষ বয়আত করেন এবং অনেক বড় জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর গাম্বিয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্য বলেন, জেলা নিয়ামীনা'র একটি গ্রামে আমাদের তবলিগী দল যায়। তারা ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছান। ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রকৃত ও অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষামালা তুলে ধরেন এবং বয়আতের দশটি শর্তও তাদেরকে পড়ে শোনান।তারা গ্রামের মানুষ হলেও জ্ঞান ও বুদ্ধি রাখেন। বয়আতের দশটি শর্ত শুনে তারা অবাক হয়ে যায়। তারা অনুধাবন করতে পারে যে, এটি প্রকৃত ইসলামের বাণী যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মহানবী (সা.)। গ্রামবাসীরা বলে, এই প্রথমবার আমাদের ইসলামের অনিন্দ্য সু ন্দর শিক্ষা ও মর্যাদাপূর্ণ বাণী শোনার সুযোগ হলো। আমাদের নামধারী আলেমদের কাছে তো এতো সুন্দর বাণীকেউ শুনতে পাবে না। অবশেষে তারা একথাই বলে যে, আহমদীয়াতই সত্যিকার ইসলাম আর আমরা জামা'তে যোগদান করছি। তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই আহমদীয়াতই মানবতাকে আল্লাহ্তা'লার ক্রোধ থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এক দীর্ঘ তবলিগী প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের পর সব মানুষ, যাদের সংখ্যা প্রায় দু'শর কাছাকাছি ছিল, বয়আত করে আহমদী হয়ে যান।

এরপর আফ্রিকার একটি দেশে (নিযুক্ত) আমাদের মুরব্বী লিখেছেন, তবলীগের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এমন ঘটনা ঘটে যা বাহ্যদৃষ্টিতে অতি সামান্য বলে মনে হয়কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (এর) নেপথ্যে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন সক্রিয় থাকে। তিনি বলেন, আমাদের তবলিগী দল কাউন্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর বামা'তে তবলীগ করার পরিকল্পনা করছিল, যা জেলা সদর। আমরা মসজিদেই বসা ছিলামএমন সময় সেই শহর থেকে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। তাদের সাথে একজন ভদ্রমহিলাও ছিলেন যিনি সেই শহরের নারী বিষয়ক সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যরাবলেন, আমরা আপনাদেরকে আমাদের এলাকায় আসার এবং আহমদীয়া জামা'তের বার্তা পৌঁছানোর নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি কেননা আমরা জানতে পেরেছি, আপনাদের জামা'ত তবলীগ (প্রচার) করে আর বিশেষত শিশুদের পবিত্র কুরআন শেখানোর ব্যবস্থা করে। অতএব আমরা পরের দিনই সেখানে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সেখানে পৌঁছে জামা'তের পরিচয় তুলে ধরা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়। এরপর দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর অধিবেশন চলতে থাকে, যা শেষ হলে গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আজ থেকে আমরা (আহমদীয়া) জামা'তে যোগদান করছি। এভাবে এখানেও নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর তারা উক্ত এলাকার সমস্ত শিশু-কিশোরদের একত্রিত করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে আর বলে,আজ থেকে এরা জামা'তের শিশু-কিশোর। আপনারাআমাদের বলুন যে, এদেরকে কীভাবে পবিত্র কুরআন শেখানো যায়? মুরব্বী সাহেব বলেন, এরপর তাদের মাঝ থেকে দু'টি ছেলেকে পবিত্র কুরআন শেখানোর জন্য আমি বেছে নিই। (পরিকল্পনা হলো) তাদেরকে পবিত্র কুরআন শেখানো হবে। অতঃপর তারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে মসজিদে কুরআন শিক্ষার ক্লাসের আয়োজন করে বাকি শিশুদের কুরআন শেখাবে। তিনি বলেন, পরিকল্পনা হাতে নিতেইআল্লাহ্ তা'লা তৎক্ষণাৎ আমাদের স্বপক্ষে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন প্রদর্শন করেন। পাকিস্তানে আমাদের কুরআন পাঠ করা তো দূরের কথা পবিত্র কুরআন শোনার ওপরও বিধি নিষেধ রয়েছে! এক আহমদীর বিরুদ্ধে শুধু পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শোনার কারণে মামলা দায়ের করা হয়। এই হলো নামধারী মুসলমানদের ইসলাম আর অপরদিকে মানুষ তাদের সন্তানদের পবিত্র কুরআন পড়ানো ও শেখানোর উদ্দেশ্যে জামা'তের হাতে তুলে দিচ্ছে, কেননা এই জামা'তই পবিত্র কুরআনের সঠিক জ্ঞান রাখে।

কেউ কেউ আহমদী হওয়ার পর কোনো লোভে পড়ে বা ভয়ের কারণে আহমদীয়াত ত্যাগ করে আর এরপর তারা মনে করে যে, এখনএখানে জামা'তকে শেষ করে দেবো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই ধারণার ফলাফল তাদেরই বিরুদ্ধে প্রকাশ করেন আর জামা'ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে– যেমনটি তাঁর প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আইভরি কোস্টের মুবাল্লিগ লিখেন যে, ওমে রিজিওনে কারিযোকে নামে একটি এলাকার অধিকাংশ মানুষ ২০০৮ সনে জামা'তভুক্ত হয়েছিল। সেখানে তখন ছোট্ট একটি নির্মাণাধীন মসজিদ ছিল। (সেখানকার) মানুষজন নিজস্ব অর্থায়নে তা নির্মাণ করছিল। তারা সেটি জামা'তকে দিয়ে দেয়। জামা'ত মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে, কিন্তু কিছুকাল পর সেখানকার স্থানীয় ইমাম, যে পূর্বে বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয়েছিল; তার মাথায় সমস্যা দেখা দেয়; (সে) জামা'ত ছেড়ে দেয় এবং মসজিদটি দখল করে নেয়। এরপর সে জনগণকেও উস্কানি দিতে আরম্ভ করে যে, জামা'ত ছেড়ে দাও, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লারকৃপায় মানুষ আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।যাহোক, সেই মৌলভী যখন মসজিদ দখল করে নেয় তখন লোকজন অস্থায়ীভাবে প্লাস্টিকের শীট এবং কিছু কাঠ জড়ো করে সাময়িকভাবে মসজিদসদৃশ একটি চালাঘর দাঁড় করায় আর সেখানেই নামায এবং জুমু'আ পড়তে আরম্ভ করে। (তারা) একথার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করেনি যে, আমরাএকটি পাকা মসজিদ ছেড়ে এসেছি। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করেছেন।তিনি (মুবাল্লিগ সাহেব) বলেন, এবছর জামা'তসেখানে দ্বিতল বিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য লাভ করেছে, যাতে গম্বুজ এবং মিনারও রয়েছে আর যে মসজিদটি অ-আহমদী ইমাম দখল করে নিয়েছিল সেই এলাকায় তার চেয়ে কয়েক গুণ বড় এবং সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

পাকিস্তানে এক দিকে আমাদের মসজিদের মিনার এবং মেহরাব গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আরঅপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অন্যত্র খুবই সুন্দর মসজিদ দান করছেন এবং ব্যাপক হারে দান করছেন।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে বিরোধীদের অপ্রচেষ্টার মুখে (জামা'তকে) সাহায্য করে যাচ্ছেন– সে সম্পর্কে আফ্রিকার একদেশ, চাড-এর মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, আমি গত বছরের কথা বলছি। এ বছরের (পরিসংখ্যান) ইনশাল্লাহ্ (ভবিষ্যতে) দেওয়া হবে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে সবেমাত্র চাড-এর রাজধানীতে জামা'তের প্রথম মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। বিদ্বেষীরা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকরতে আরম্ভ করে যেমন (তারা বলছিল) যে, আহমদীয়া জামা'ত আমাদের দেশে এক নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে। উদ্বোধনের পর জামা'তের সুনাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে বিদ্বেষীদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে আর তাদের (জামা'ত) বিরোধী কার্যক্রমও বাড়তে থাকে। মুরব্বী সাহেব বলেন, আমাদের এলাকার কিছু নামসর্বস্ব (অ-আহমদী) আলেম ও মৌলভীবিভিন্ন মসজিদে জামা'তের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছিল, অপপ্রচার করছিল; আহমদীদের মসজিদ যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে তারা মানুষজন একত্রিত করে আর চাডইসলামিক কাউন্সিলেওযায় এবং বলে, আপনারা আহমদীয়া জামা'তকে কেন মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছেন এবং জুমুআর নামায পড়ার জন্য মসজিদ কেন খুলে দেওয়া হলো? এই মসজিদ অননিবিলম্বে বন্ধ করা হোক। আমাদের এলাকায় এ কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। ইসলামিক কাউন্সিল (কর্তৃপক্ষ) তাদেরকে বলে,আহমদীদেরও ইবাদতকরার অধিকার রয়েছে। আমরা কীভাবে আল্লাহ্র ঘর বা মসজিদ বন্ধ করতে পারি? আপনাদের যদি কোনো বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে তাহলে পুলিশের কাছে গিয়ে রির্পোট করুন। সেখানকার ইসলামিক কাউন্সিলের অন্তত এতটুকু বিবেক রয়েছে এবং তারা ন্যায়নীতিবান যেকারণে তারা কারো ভয়ে ভীত হয় নি। পাকিস্তানে তো বিচারকও মানুষের ভয়ে আমাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দেয় আর আমাদের সেখানে মসজিদ বলা তো দূরের কথা মসজিদে নামায পড়ার এবং ইবাদত করারও অনুমতি নিই। যাহোক, এরপর তারা পুলিশ সদর দপ্তরে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে যে, আমাদের এলাকায় নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছে, আহমদীদেরকে বাধা দেওয়া হোক, তারা নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে এবং নাঊযুবিল্লাহ্ তারা মহানবী (সা.)-কেও মানে না। তখন পুলিশের কর্মকর্তামুবাল্লিগ সাহেবকে ডেকে পাঠান। জামা'তের নিবন্ধনের কাগজপত্র এবং মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পত্র চেয়ে পাঠান। সমস্ত কাগজ-পত্র দেখানো হয়। যাহোক তিনি বলেন, আপনি চলে যান আমি তদন্ত করে জানাবো। এরপর পুলিশের সেই কর্মকর্তা উক্ত এলাকার চীফকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনার পাড়ায় আহমদীরা মসজিদ নির্মাণ করেছে এবং নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে আর মহানবী (সা.)-কেও (তারা) মানে না। গ্রাম্যপ্রধান উত্তরে বলেন, বিষয়টি এমন নয়। আমি নিজে তাদের মসজিদে জুমুআর নামায পড়েছি। তারা মুসলমানদের মতোই নামায পড়ে। আমি তিন বছর যাবৎ আহমদীয়াজামা'তকে জানি। তারা অনেক মানবসেবামূলক কাজও করছে। যাহোক, পুলিশ কর্মকর্তা একদিন নিজেই আমাদের মসজিদে চলে আসেন আর মসজিদের বাইরে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূ লুল্লাহ্" (লিখা) দেখে অবাক হয়ে বলে, আপনারা তো মহানবী (সা.)-কে মানেন! মসজিদের ভেতরের অংশে হলরুমে পবিত্র কুরআনের আয়াত দেখে আরো বেশি বিস্মিত হন। এরপর বলেন, আপনাদের কিবলাও তো একই এবং মসজিদের কাতারও মুসলমানদের মসজিদেরই অনুরূপ। (অফিসার বলে) আমাকে তো বলা হয়েছিল যে, (আপনারা) নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন। যাহোক, পুলিশও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পার্শ্ববর্তী অ-আহমদীদের বাড়িতে গিয়েও (পুলিশ কর্মকর্তা) জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারাও বলে যে, তাদের (আহমদীদের) সাথে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। পুলিশের কাছে ব্যর্থ হয়ে তারা (আমাদের) প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলে যে, আহমদীদেরকে এখান থেকে বিতাড়িত করার জন্য হৈচৈ করো। তখন তারাও একই উত্তর প্রদান করে

যে, মসজিদ তো আল্লাহ্ তা'লার গৃহ আর তাদের মাঝে আমরা এমন কিছু দেখছি না যা ইসলামবহির্ভূত। যাহোক, সবদিক থেকে তারা ব্যর্থতার মুখ দেখেছে।

জামা'তে যোগদানের জন্য আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করেন সেসংক্রান্ত একটি ঘটনা

বেলিজের মুবাল্লিগ বর্ণনা করেন। বেলিজ হলো মধ্য আমেরিকার একটি দেশ। মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, মেথডিস্ট চার্চের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত একজন ভদ্রমহিলা যখন মসজিদ নূর নির্মিত হতে দেখেন তখন খোদা তা'লা তার হৃদয়ে এই প্রেরণা সঞ্চার করেন যে, তার এই ধর্মমত গ্রহণ করা উচিত। মসজিদ নির্মাণ যখন সম্পন্ন হয় এবং মসজিদের উদ্বোধন হয়ে যায় তখন তিনি তার বন্ধুদের বলেন, খোদা আমার হৃদয়ে প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন; আমি যেন সেখানে গিয়ে এই জামা'তের সদস্য হয়ে যাই। তার বন্ধুবর্গ তাকে বলে, তোমার বাড়ির পাশে মুসলমানদের আরো একটি মসজিদ আছে তুমি যদি মুসলমান হতেই চাও তাহলে সেখানেও যেতে পারো। তখন সেই মহিলা উত্তরে বলেন, না; খোদা আমার হৃদয়ে আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে প্রেরণা সঞ্চার করেছেন যে, এরা সঠিক লোক আর আমার উচিত তাদের দলভুক্ত হওয়া। অতঃপর এই মহিলা যখন মসজিদ নূরে আসেন এবং তার সামনে জামা'তের পরিচিতি তুলে ধরা হয় তখন খোদা তা'লা তাকে কীভাবে জামাতে নিয়ে এসেছেন তা ভেবে তিনি খুবই আবেগআপ্লুত হয়ে পড়েন। মুরব্বী সাহেব তাকে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'লার এই এলহাম হয়েছিল যে, আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব। অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের জন্য এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কাজ করেন। যাহোক, কিছুদিন আসাযাওয়া করার পর এবং আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তিনি বয়আত করে জামাতে যোগদান করেন।

এমনও কিছু লোক আছেন যারা অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝির কারণে বা মানুষের ভ্রান্ত কথায় কান দিয়ে বিরোধিতা করে কিন্তু মূলত তারা সৎপ্রকৃ তির হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা তা দেরকে কীভাবে সৎপথ দেখান সেসংক্রান্ত একটি ঘটনা গাম্বিয়ার মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন। জামারা জেলায় একটি জায়গায় যেখানে নতুন নির্মাণাধিন মসজিদের দরজা ও জানালার জন্য তিনি কাঁচ ক্রয় করছিলেন। কাঁচ কাটার জন্য একাজে দক্ষ (মিস্ত্রি) জনাব আবু বকর সাবালী সাহেবকে বলেন, মসজিদের (দরজাজানালার) জন্য কাঁচ ক্রয় করা হয়েছে। একথা শুনে তিনিমজুরি বা পারিশ্রমিক কমিয়ে দেন এবং বলেন, যেহেতু এটি মসজিদের কাজ তাই আমি পারিশ্রমিক কম নিবো। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কাঁচ লাগাবে সেই ব্যক্তির সাথে যখন আমরা সেখানে পৌঁছি; এতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুন্দর মসজিদ দেখে সেই ব্যক্তি খুবই আনন্দিত হন কিন্তু তিনি যখন জানতে পারেন, এটি আহমদী মুসলমানদের মসজিদ তখন তিনি খুবই ক্রোধান্বিত হন এবং কাঁচ ভেঙে ফেলেন আর কাঁচ ভাঙতে গিয়ে বেচারা নিজেও আহত হয়। কিন্তু দেখুন!আল্লাহ্কীভাবে তাকে সৎপথ দেখিয়েছেন! তিনি বলেন, আমি রাতে স্বপ্নে নিজেকে চিৎকার করতে দেখি আরদেখি আমি সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি। যখন সাহায্যের কোনো আশাই ছিল না তখন তিনি একটি নৌকা দেখেন যা তাকে উদ্ধারের জন্য আসছিল আর সেই নৌকায় তিনি জামাতের আমীর ও মুরব্বী সাহেবকে দেখেন। পরদিন ছিল জুমুআ, তিনি সকালে মিশন হাউসে এসে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতে যোগদান করেন।

অনুরূপভাবে তাঞ্জানিয়ায় আহমদীয়াত গ্রহণের আরেকটি ঘটনা রয়েছে। সিমিও রিজিওনে মাওয়াবেমা নামক স্থানে একটি জামা'ত আছে। সেখানে মুয়াল্লিমগণ তবলীগ করতে আরম্ভ করেন। স্থানীয় লোকদের কাছে মসজিদ ও মিশন হাউজ বানানোর জন্য যখন প্লট ক্রয় করতে যান তখন প্রত্যেকেই অনেক বেশি মূল্য দাবি করে। অনুসন্ধানে জানা যায়, আমাদের বিরুদ্ধে সেখানকার স্থানীয় পাদ্রীরা একটি অভিযান চালিয়েছে; তাহলোআহমদীদের কাছে মসজিদ নির্মাণের জন্য কেউ জায়গা বিক্রি করবে না; কেননা এরা যাদু করে আর এদের কাছে জিন্নও থাকে। এরা কুরআনের মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা হত্যাও করতে পারে আর তা টেরও পাওয়া যায় না। এই ভয়ে কেউ আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দিচ্ছিল না,এটি খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকা ছিল। তখন মুয়াল্লিমগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেসব লোকের ভুল ধারণা দূর করেন। মানুষের মত পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। কয়েক মাসের মধ্যে এক যুবক নিজের এক একর জমি আমাদেরকে দিতে সম্মত হয়। জামা'ত তার কাছ থেকে প্লটটি কিনে নেয়। এই যুবক বলে, মসজিদের জন্য জমি বিক্রি করার পর তার (ব্যবসায়) অনেক লাভ হয়। সে বলে, এক ব্যক্তি কয়েক বছর ধরে তার ঋণ পরিশোধ করছিল না, ফেরত দিচ্ছিল না আর এ কারণে তার অনেক কাজ আটকে ছিল। প্লট বিক্রয় করার কয়েক দিন পর সে নিজে থেকেই পুরো টাকা ফেরত দেয় এবং এ কারণে আমার সব ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। যাহোক, এতে প্রভাবিত হয়ে তার পরিবারসহ সে আহমদী হয়ে যায়। তিনি বলেন, এরপর আহমদীয়াত গ্রহণের অনুকূলে এমন বাতাস বইতে আরম্ভ করেযে, এই অঞ্চলের শত শত মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করে জামা'তে যোগদান করে। আর আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে সেখানে বড় একটি মসজিদ এবং মিশন হাউস নির্মাণের সুযোগ দিয়েছেন।

আল্লাহ্তা'লা যাকে হিদায়াত দিতে চান তার জন্য হিদায়াতের ব্যবস্থাও বিস্ময়করভাবে করেন।

সাও তোমেনামক আফ্রিকার একটি দেশ রয়েছে। সেখানকার মুবাল্লিগ ইনচার্য সাহেব লিখেন, মরক্কো থেকে একজন পর্যটক সাও তোমে আসে। তিনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে মুসলমানদের কোনো মসজিদ আছে কি? তখন লোকেরা তাকে আমাদের মসজিদের ঠিকানা বলে। তিনি আমাদের সাথে জুমুআর নামায পড়েন তখন জানতে পারেন যে, এটি আহমদীয়া জামা'তের মিশন হাউস। তিনি কিছু প্রশ্ন করেন। এরপর তিনি সির্রুল খিলাফা এবং ধর্মের নামে রক্তপাত বইটি আরবীতে পড়েন। এমটিএ আল্ আরাবিয়া'র অনুষ্ঠান দেখেন। সেখানে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। সে দিনগুলোতে আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান হচ্ছিল কিংবা সেটির রেকর্ডিং দেখানো হচ্ছিল, সেটি দেখেন।গত বছর মার্চ মাসে তিনি পুনরায় আসেন এবং বলেন, আমি বয়আত ফরম দেখতে চাই। তিনি (মুবাল্লিগ সাহেব) বলেন, আমরা তাকে আরবী বয়আত ফরম দিই। তিনি ফরম পূরণ করে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, আমি তাকে বলি, এত তাড়াহুড়া করবেন না। কিছুদিন দোয়া করুন এরপর সিদ্ধান্ত নিন। তিনি বলেন, আমি সারা রাত দোয়া করেছি এবং আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই। আমি আর ধৈর্যধারণ করতে পারব না। আমি যদি ইমামের হাতে বয়আত না করে মারা যাই তাহলে কেজবাব দিবে? তিনি বলেন, আমি দেখেছি; আহমদীয়া জামা'ত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর আমি তাকে বলি, আপনার দেশের অন্যান্য মুসলমান ভাইয়েরা আপনার বিরোধিতা করবে, পিতামাতা আপনার বিরোধিতা করবে। এগুলো কীভাবে মোকাবিলা করবে? তিনি বলেন, আমি পিতামাতাকে বলে দিয়েছি, এতে তাদের কোনো আপত্তি নেই বরং তারা আনন্দিত। তিনি আরো বলেন, যদি কোনো বিরোধিতা হয়ও তবে তাতেও কিছু যায় আসে না, কেননা প্রকৃত ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যদি মৃত্যুবরণ করি আমার জন্য এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু নেই। মুরব্বী সাহেব বলেন, তার পিতাও আমার সাথে ভিডিও কলে কথা বলেছেন এবং অনেক আনন্দ প্রকাশ করেছেন। আর তিনি তার পুত্রকেও উপদেশ দিয়ে বলেন, আমি সব কথা শুনেছি। এখন তুমি যেহেতু বয়আত ক রেছ তাই জামা'তে অবিচল থাকবে আর দৃঢ়তা প্রদর্শন করবে। যদিও মরক্কোতে আহমদী আছে, জামা'ত আছে তা সত্ত্বেও সেখানে জামা'তের সাথে তার পরিচয় হয় নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আফ্রিকার দূরদূরান্তের একটি দেশে পাঠিয়েছেন এবং সেখানে তার হিদায়াতের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন।

উজবেকিস্তানের এক ব্যক্তি আলেম বাবা ইউভো সাহেব বলেন, একটি মুসলিম পরিবারে আমার জন্ম। আমার বয়স ৩১ বছর। আমি উজবেকিস্তানের তাশখন্দ শহরের অধিবাসী। পবিত্র কুরআন শেখার জন্য একজন শিক্ষক খুঁজছিলাম, এমতাবস্থায় বাবুরজানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার কাছে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে শুনি এবং তার কাছে কুরআন শিখি। তিনি এই সত্য গ্রহণে আমাকে সাহায্য করেন। এভাবে আমি বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে যোগদান করি।আল্লাহ্ তা'লা তাকে পবিত্র কুরআন শেখানোর জন্য একজন আহমদী শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দেন। এটি কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়, এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন ঘটনা ঘটেছে। আমি পূর্বেও একটি ঘটনা শুনিয়েছি। এটি মূলত ঐশী সাহায্যের বিশেষ নিদর্শন।

এরপর উজবেকিস্তানেরই আযিম-উ সাহেব নামের এক ব্যক্তি বলেন, আমি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। চার বছর পূর্বে আমি নিয়মিত নামায পড়া শুরু করি। এরপর পবিত্র কুরআনের অনুবাদ পড়া আরম্ভ করি। একদিন একটি লেখা আমার কাছে পৌঁছে যাতে মহানবী (সা.)-এর উক্তি এভাবে বিধৃত আছে যে, আমার উম্মতে এমন লোক জন্ম নেবে যারা সদা-সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি বলেন, এই শব্দগুলো আমার হৃদয়ে গেঁথে যায়। আমি নামাযে আল্লাহ্ তা'লার কাছে ঐসকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দোয়া করা আরম্ভ করি। এরপর আমাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়, তবুও আমি দোয়া অব্যাহত রাখি। এরপর আমার মাঝে কুরআন শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লা (সেই একই) শিক্ষকবাবুর সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। শিক্ষক আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যছিলেন– একথা আমার জানা ছিল না। সর্বপ্রথম আমি কুরআন তিলাওয়াত শিখি। একদিন আমি স্ব প্নে কা'বাগৃহ দেখি এবং কাছে গিয়ে হাত দ্বারা কা'বাস্পর্শ করি। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমার তো ওযু নেই। ওযু করার উদ্দেশ্যে আমি গোসল খানায় প্র বেশ করি, ঠিক তখনই আমার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি বলেন, মোটকথা আহমদী শিক্ষকের কাছে পড়ালেখা অব্যাহত থাকে। একদিন আমি তাঁকে হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন আর ঈসা ইবনে মরিয়মের গুণে গুণান্বিত হয়ে যার আসার কথা ছিল, তিনি তো ইমাম মাহদী। এরপর আমি অনুসন্ধান করি এবং জানতেও পারি আর (অবশেষে) শিক্ষককে জানাই যে, তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। [শিক্ষক তাকে তবলীগ করেন নি, তিনি বলেছিলেন, ইমাম মাহদী কে– তা তুমি নিজেই অন্বেষণ করো। যাহোক, তিনি অনুসন্ধান করেন আর নিজেই ইন্টারনেট ইত্যাদি ঘাঁটাঘাটি করে উদঘাটন করেন যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই ইমাম মাহদী।] আমি যখন আমার শিক্ষককে একথা বললাম তখন তিনিও ইতিবাচক সায় দিলেন যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই সেই ইমাম মাহদী যার জন্য আমরা (দীর্ঘকাল) অপেক্ষমান ছিলাম। তিনি বলেন, সব নিদর্শন পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমি ইমাম মাহদীর বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করি। তখন আমার উস্তাদ সাহেব আহমদীয়া জামা'তের বিষয়ে আমাকে অবগত করেন এবং বলেন, আমিও এই জামা'তেরই সদস্য। তিনি আরও বলেন,

আহমদীয়া জামা'ত সংখ্যায় এখনও স্বল্প আর আপনার মতো আমার আরও কিছু ছাত্র আছে। এরপর তিনি তাঁর অন্যান্য ছাত্রদের সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়েছেন। যাহোক, তিনি বলেন, আমি অনুসন্ধান করেছি আর দোয়া এবং অনুসন্ধানের পর আমার মনে হয়েছে, আল্লাহ্ আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন। এরপর আমি বয়আত গ্রহণ করি।

উজবেকিস্তানের আরও এক ব্যক্তি আছেন যার ঘটনা প্রায় একই রকম। তাঁরও বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। তিনি গত বছর বয়আত গ্রহণ করেছেন।

এরপর আফ্রিকার একটি দেশের রিপোর্ট রয়েছে। সেখানকার মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ বলেন, তিনি এবং স্থানীয় মু য়াল্লিম সাহেব একটি জামা'তী মিটিং শেষে ফিরছিলেন। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়া বাকি ছিল। পথে একটি গ্রাম অতিক্রম করার সময় দেখি অনেক লোক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তারা আমাদের থামিয়ে বলে, আজ সকালে আমরা আপনাদেরকে এ-পথ দিয়ে যেতে দেখেছি। আমাদের বিশ্বাস ছিল, আপনারা এ পথেই ফিরবেন। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমরা জানতে চাই, আপনারা কি (কোনো কারণে) আমাদের গ্রামের প্রতি অসন্তুষ্ট? আশপাশের সকল গ্রামে আপনাদের জামা'ত প্রতিষ্ঠিত আছেএবং মসজিদও আছে। কিন্তু আপনারা আমাদের গ্রামে এ বার্তা পৌঁছান নি। তিনি বলেন, আমরা তখনই সেখানে যাই এবং (সেখানে) তবলীগী প্রোগ্রাম হয়। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে সেখানে বয়আতও হয়। (এভাবে) সত্যকে অন্বেষণ করার প্রেরণাআল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মানুষের অন্তরে সঞ্চার করছেন।

সেন্ট্রাল আফ্রিকার মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, 'নাগালা' গ্রামের এক অ-আহমদী ইমাম তবলীগের উদ্দেশ্যে আমাদের আহমদী গ্রামে আসেন। তিনি মসজিদ দেখে জিজ্ঞেস করেন, এ মসজিদ কে বানিয়েছে? উত্তরে বলা হলো, আহমদীরা বানিয়েছে। বললেন, মাশাআল্লাহ্! অনেক সুন্দর মসজিদ। পরের দিন তিনি 'বাংগি'-তে অবস্থিত আমদের সেন্ট্রাল মিশন হাউসএ আসেন। মুবাল্লেগ সাহেবকে জামা'ত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। পরিশেষে তিনি বলেন, আপনাদের জামা'তে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়? মুবাল্লেগ সাহেব বললেন, ঈমানের সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে। আপনি যদি জামা'তের বিশ্বাসের সাথে একমত হয়ে থাকেন তাহলে আপনার অন্তর আহমদীয়াত গ্রহণ করে ফেলেছে। কিন্তু আমাদের কাছে বয়আত ফর্মও আছে, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বয়আতের দশটি শর্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। আপনি তা পাঠ করুন। তাকে বয়আত ফর্ম দিলে তিনি পড়া শুরু করেন। পড়া শেষ হওয়ার পূর্বেই তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া আরম্ভ হয়। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমিও নিজেকে এক আলেম মনে করি। আমি অন্যান্য মৌলভীর কাছ থেকে জামা'ত সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি এবং বাজে কথা শুনেছি। এই বয়আত ফর্মের দশটি শর্ত পড়ার পর নিজেরঅতীত জীবনের প্রতি আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। আমি এ জামা'ত সম্পর্কে ভাবছিলাম কিছু অথচ তাদের শিক্ষা ভিন্ন কিছু। এজন্য আমি আমার আবেগকে সংবরণ করতে পারিনি। এ বয়আত ফর্ম পড়ার পর আমি জেনে গিয়েছি যে, এ জামা'ত সত্য ও খাটি জামা'ত। এ জামা'তের মসজিদ কিবলামুখী। নামাযও তা-ই যা আমরা পড়ি আর কুরআনওতা যা আমরা পড়ে থাকি। আমি আজ অন্তরের অন্তস্তল থেকে জামা'তে দীক্ষিত হচ্ছি। যাহোক তাকে আরও বই পুস্তক দেয়া হয়। তিনি বলেন, এগুলো পড়ে আমি অন্যান্য মৌলভীকে নির্বাক করব।

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে উন্নতি দান করেন এবং তাঁর (আ.) মান্যকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন তা শুনুন।

গায়ানার মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, লিন্ডন জামা'তে নিয়মিত বুক স্টল লাগানোর এবং ফ্লায়ার (লিফলেট) বিতরণের প্রোগ্রাম হয়ে থাকে। একদিন এক ব্যক্তির ফোন আসে। তিনি বলেন, আমি আপনাদের লিফলেট পড়েছি। আমার জানা ছিল না যে, আমার ঘরের কাছে নামাজ সেন্টার রয়েছে। যাহোক তিনি জুমুআর নামাজে আসেন। তিনি বলেন, দুই বছর ধরে আমি মুসলমান। আমি কুরআন পড় তে পারি না আর নামায শেখারও সৌভাগ্য হয় নি। আমাকে এখন শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, ঠিক আছে, আপনি আসুন। তবে খুব সতর্কও থাকেন কেননা সেখানে কিছু খারাপ মানুষ রয়েছে যারা কেবল হাত পাততে আসে। তিনি বলেন, আপনি চলে আসেন। ঐ ব্যক্তি যদি সত্যিই ধর্ম শিখতে চায় তবে তা শীঘ্রই জানা যাবে। তিনি নিয়মিত আসতে থাকেন এবং কুরআন শিখতে থাকেন। দীর্ঘদিন তিনি কুরআন শেখার জন্য আসা-যাওয়া করা সত্ত্বেও তিনি যেহেতু কিছু চান নি তাই আমি বুঝে গেলাম ইনি ধর্মীয় জ্ঞান শেখার বিষয়ে আন্তরিক। এরপর তাকে জামা'ত সম্পর্কে বলা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখানো হয় এরপর তিনি বয়আত করেন। তার একটি ইসলামী নামও রাখা হয়। কিছুদিন পর তিনি জামা'তের মুয়াল্লেম হবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেখানকার জামা'ত এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করে। আমি বললাম ঠিক আছে। তিনি আন্তরিক হলে তাকে মুয়াল্লেম প্রশিক্ষণ দিন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। তিনি নামায পড়েন, জুমুআও পড়ান। কুরআন করীম পড়ে তফসীর পড়ে এখন তিনি দরস দেন এবং খুতবাও দেন। তিনি বলেন, তার বয়আত গ্রহণের কিছুদিন পর নামায সেন্টারে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় যেখানে তার পিতা-মাতাও আসেন। তার পিতা ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল কিন্তু তার মাতা বলেন, কোনো এক সময় ইসলামে তার আগ্রহ ছিল আর বিশেষভাবে নারীদের হিজাব পরিধান করা তার ভালো লাগতো, যার ফলে তার মায়ের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যাহোক সেই ছেলেকে অর্থাৎ মুয়াল্লেমকে বলা হয় যে, তোমার পিতা-মাতাকে তবলীগ করো যেন তাদেরকেও আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, ইসলামের শিক্ষা প্রদান করা যায়। তিনি বলেন, তারা তাদের ধর্মের ব্যাপারে অনেক কঠোর আর আমার মা চার্চে যান এবং তিনি বাপ্তাইযও হয়েছেন। যাহোক তিনি বলেন, আমরা দোয়া করছি। ছেলেকেও বলেন, তুমি তোমার মায়ের জন্য দোয়া করতে থাকো যেন আল্লাহ্ তা'লা তার হৃদয় ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেন। তিনি বলেন, একদিন তার মা স্বয়ং তার ছেলেকে প্রশ্ন করা আরম্ভ করেন এবং জুমুআর নামাযেও আসা আরম্ভ করেন। অতঃপর হঠাৎ একদিন তিনি নিজেই বলেন যে, আমি বয়আত করতে চাই এবং এরপর বয়আত করেনও। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এরা নিয়মিত জামা'তের কাজে অংশ নেয়, জুমুআর নামাযে আসে এবং নামায পড়ে থাকে। তিনি এই স্বীকারোক্তিও প্রদান করেছেন যে, জামা'তে প্রবেশের পর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তার স্বাস্থ্য ও সম্পদেও অনেক বরকত হয়েছে যা খ্রিষ্টান থাকা অবস্থায় ছিল না। আর এখন তার মা নিয়মিত এমটিএ-ও দেখেন।

যাহোক আমি এই গুটিকয়েক ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। বিরোধীরা তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করছে যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। কিন্তু অপরদিকে আল্লাহ্তা'লা পৃথিবীর প্র ত্যেক দেশে জামা'তের উন্নতির নতুন নতুন পথ উন্মোচন করছেন। অতএব এজন্য একদিকে যেমন আমাদের আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত সেখানে আত্মবিশ্লেষণও করা উচিত। আমাদের ঈমানী অবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাও উন্নত করা উচিত। আমাদের বংশধরদের মাঝেও এই বিষয়টি প্রথিত করা উচিত যে, পরীক্ষা তো এসেই থাকে কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'তেরই হয়ে থাকে। এজন্য কখনো নিজেদের ঈমানকে দোদুল্যমান হতে দিও না। আল্লাহ্ তা'লা নবাগত ও পুরাতনদের দৃঢ়তা প্রদান করুন এবং ঈমান ও বিশ্বাসে উত্তরোত্তর উন্নতি দিন।

এখন আমি কতিপয় মরহুমের স্মৃতিচারণ করব পরবর্তীতে যাদের গায়েবানা জানাযাও পড়া হবে।

প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে, পারভীন আক্তার সাহেবার, যিনি শিয়ালকোট নিবাসী মরহুম গোলাম কাদের সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে ৯০ বছর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন । মরহুমার তিন পুত্র ও চার কন্যা রয়েছে। এক পুত্র হলেন বেনিনে কর্মরত মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্আরেফ মাহমুদ সাহেব। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তিনি তার মায়ের জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ আরেফ মাহমুদ সাহেব বলেন, তার মা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত চৌধুরী ইমাম দ্বীন চৌহান সাহেবের নাতনী এবং মুয়াল্লেম সিলসিলাহ্ গোলাম আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে লাভ করেন। তিনি বলেন, তার মা বলতেন, তার শৈশবের বেশিরভাগ সময় কাদিয়ানে হযরত আম্মাজান (রা.)-এর সেবায় অতিবাহিত হয়েছে আর এভাবে তার তরবিয়্যত হযরত আম্মাজান (রা.) করেছেন। ধর্মীয় শিক্ষা ও কুরআনের পাঠ তিনি তাঁর (রা.) নিকট হতেই নিয়েছেন এবং অধিকাংশ সময় হযরত আম্মাজান (রা.)-এর নিকট তাঁর (রা.) সেবারত অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন। তিনি বলেন, ঘুমানোর পূর্বে তিনি বিভিন্ন ঘটনাও শোনাতেন।তিনি বলতেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কখনো কখনো হযরত আম্মাজানের সাথে রাতের বেলা সাক্ষাৎ করতে ঘরে আসতেন এবং আমাকে সেবা করতে দেখে বলতেন, তুমি তোমার পুণ্যবান জীবনসঙ্গীর জন্য দোয়া করো। তিনি বলেন, তার মায়ের বিয়ে হওয়ার কিছুদিন পর ১৯৫৩ সনে যখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটে তখন গ্রামের কিছু লোক দুর্বলতা দেখালেও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্র হে তিনি নিজে ধর্মের ওপর অটল থাকেন এবং নিজ স্বামীকেও (ধর্মের ওপর) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এরপর এক মৌলভী সাহেবের কাছে তিনি পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করেন এবং নামাযের জন্য বিভিন্ন সূরাও মুখস্ত করতে আরম্ভ করেন। এভাবে নিজের খামার বাড়িতেই ছোটো একটি মসজিদ বানিয়ে সেখানেই তিনি তার নিজের জন্য জামা'তীভাবে একটি কেন্দ্রও বানিয়ে নেন।

তার বড় ছেলে খালেদ মাহমুদ সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তিনি বলেন, ধর্মকে তিনি জাগতিক বিষয়াদির ওপর প্রাধান্য দিতেন। আমাদেরকেও তিনি একই কথা বলতেন যে, তোমরা যদি ধর্মের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও তাহলে জাগতিকবিষয়াদি এমনিতেই সুধরে যাবে। তিনি বলেন, ছোটোবেলা থেকেই তিনি আমাদেরকে নামাযে অভ্যস্ত করেন এবং ফজরের নামাযের সময়ও তিনি

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

নিজে গিয়ে (আমাদেরকে) মসজিদে ছেড়ে আসতেন, কেননা মসজিদ একটু দূরে ছিল। পাড়ারঅনেক অআহমাদী মহিলাকেও তিনি কুরআন পড়াতেন। এখন তো সেখানে কুরআন শরীফ পড়ানো যায় না, কিন্তু আগে এতটুকু ভদ্রতা ছিল যে, সেখানে অনেক অ-আহমদী আহমদীদের কাছে পবিত্র কুরআন পড়ত।

এরপর তার ছেলে লিখেন, না, সম্ভবত তার মেয়ে লিখেছেন যে, গ্রামে সাধারণত মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর রীতি ছিল না। মেয়ে বড় হলে তার মা তাকে স্কুলে ভর্তি করাতে চান, কিন্তু তার দাদা আপত্তি করেন। তখন তিনি অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে ক্রমাগতভাবে চেষ্টা করে তাকে বোঝান যে, মেয়েদের পড়ালেখা করানো উচিত। এছাড়া তিনি সবসময় বলতেন, মেয়েদের অন্তত এতটুকু শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তারা জামা'তের বইপুস্তক পড়তে এবং সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা দিতে পারে।

মাঙ্গা গ্রামের মোড়ল রশীদ আহমেদ সাহেব বলেন, তাদের খামারবাড়ির কাছেই আমাদের খামারবাড়ি ছিল। আমরাও তার দেখাদিখি আহমদী হয়ে যাই ঠিকই কিন্তু নামাযের প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না। যখনই তিনি খামারবাড়িতে আসতেন, আমাদের সবাইকে নামায পড়ার জন্য নসীহত করতেন। তখন আমরা মসজিদ অনেক দূরে বলে অজুহাত দেখাতাম আর তিনি চুপ হয়ে যেতেন। তিনি বলেন(একবার)আমরা দেখি– ক্ষেত থেকে তিনি মাথায় করে মাটি খামারবাড়িতে নিয়ে আসছেন। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে মাটি আনার এই ধারা অব্যাহত থাকে, তারপর তিনি এই মাটি দিয়ে খামারবাড়ির পশ্চিম দিকে একটি ভিটা বানান এবং এর চার দিকে দুই হাত উঁচু করে দেওয়াল নির্মাণ করেন। অতঃপর সে জায়গাটি লেপে তিনি পরিষ্কার করেন এবং তারপর বাড়ি থেকে মাদুর এনে সেখানে বিছিয়ে দেন। এরপর তাদেরকে বলেন, তোমরা তো বলতে যে মসজিদ নেই, দূরে যেতে হয়, তাই আমি এখন আমার খামারবাড়িতে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছি, এখানে এসে বাজামা'ত নামায পড়বে। এখন আর নামায পড়তে অলসতা করবে না। তিনি বলেন, সত্য কথা হলো তিনিই আমাদেরকে নামাযী বানিয়েছেন। এই ছিল এসব বুযুর্গের উন্নত দৃষ্টান্ত। বোঝাতে যান আর কেউ যখন অজুহাত দেখায়, তখন তিনি নিজেই ব্যবহারিকভাবে এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যা দেখে অন্যরা নতি স্বীকার করে।

পুনরায় তার কন্যা লিখেন, ধৈর্য ও স্থৈর্যের মূর্তপ্রতীক ছিলেন। আমাদেরকেও তিনি এর উপদেশ দিতেন এবং বলতেন, হযরত আম্মাজান (রা.)-এর এই উপদেশ শিরোধার্য করে নাও যে, কখনোই ধৈর্য হারা হবে না আর শ্বশুরবাড়িতে যা-ই পাবে তাতেই তুষ্ট থাকবে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবে, নিয়মিত নামায পড়বে এবং নিজ সন্তানসন্ততিকেও এতে অভ্যস্ত করবে। তিনি বলতেন, এতে আল্লাহ্ তা'লা রিযিকেও বরকত দেন।

তার মুরব্বী ছেলে বলেন, আমি যখন জামেয়াতে ভর্তি হই তখন তিনি আমাকে বলেন, বাবা! পড়াশোনায় প্রথম স্থান অধিকার করতে না পারলেও কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যুগ-ইমামের আনুগত্যের ক্ষেত্রে সর্বদা প্রথম স্থানে থাকার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, (তার) মর্যাদা উন্নীত করুন এবং নিজ সন্তানদের জন্য তার দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা মুমতাজ ওয়াসিম সাহেবার। তিনি ঘাটিয়ালিয়া নিবাসী মরহুম চৌধুরী ওয়াসিম আহমদ নাসের সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তার পুত্র বর্তমানে গাম্বিয়াতে জামা'তের মুবাল্লেগ হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী লাহোরের রঈস হযরত মরহুম মিয়া চেরাগ দীন সাহেব (রা.)-এর বংশের সদস্যা ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়া আব্দুর রশিদ সাহেব (রা.)-এর দৌহিত্রী এবং মারহমে ঈসা নামে খ্যাত হযরত হেকীম মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব (রা.)-এর প্রপৌত্রী ছিলেন। মরহুমা অত্যন্ত হাসিখুশি, কোমল প্রকৃতি, সর্বজন প্রিয় এবং স্নেহ-ভালোবাসার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। সকলেই তার গুণাবলীর কথা স্বীকার করত। খিলাফত এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে গভীর সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। দোয়ার জন্য তিনি সর্বদা আমার কাছে পত্র লিখতেন এবং অন্যদেরও পত্র লিখার উপদেশ দিতেন। নিয়মিত নামায পড়তেন এবং পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। অন্তিম সময় পর্যন্ত নিয়মিত বিভিন্ন চাঁদা প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বি এ (ফাযেল) ডিগ্রীধারী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা যখন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর করাচি থেকে গ্রামে চলে আসেন তখন তিনি সেখানে ছেলেমেয়েদের কায়েদা এবং পবিত্র কুরআন পড়িয়েছেন আর জাগতিক পড়াশোনাও করিয়েছেন। দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে রোগের মোকাবিলা করেছেন, কোনো অভিযোগ ও অনুযোগ করতেন না। মুরব্বী সাহেব লিখেছেন, বড় হওয়া সত্ত্বেও কোনো ভুল হয়ে গেলে ক্ষমা চেয়ে নিতেন। তার দুই পুত্র ওয়াকফে জিন্দেগী। অনন্দের সাথে তিনি নিজ পুত্রদের উৎসর্গ করেছেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন যে, তাঁর পুত্ররা ওয়াকফে জিন্দেগী। তার পিতা দুই বিয়ে করেছিলেন। তিনি বলেন, প্রথম মায়ের মৃত্যুর পর আমাদের ভাইদেরও নিজ পুত্রের মতো লালনপালন করেছেন এবং কখনো মায়ের অভাব অনুভব হতে দেন নি। যখন গাম্বিয়া গিয়েছিলেন তখন অনেক দোয়া দিয়ে বিদায় দেন। তিনি বলেন, কিছুদিন পূর্বে আমি তার সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলাম। ফেরত আসার সময় এটিই বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমার রক্ষণাবেক্ষণকারী হোন, হয়তে আর দেখা হবে না। পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যা উত্তরসূরী হিসেবে রেখে গেছেন। দুজন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওয়াকফে জিন্দেগী। নাসীর নাসের সাহেব মুয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ আর দ্বিতীয়জন মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ হিসেবে জাম্বিয়ায় কাজ করছেন আর বিদেশে কর্মরত থাকার কারণে তিনি তার জানাযায় অংশ নিতে পারেননি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানসন্ততির জন্য তার দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ ব্রিগেডিয়ার মনোয়ার আহমদ রানা সাহেবের। তিনি রাওয়ালপিণ্ডি জেলা জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। সম্প্রতি তিনিও মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন । তার বংশে আহমদীয়াত তার দাদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী এডভোকেট চৌধুরী গোলাম আহমদ সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে এসেছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তিনি কমিশন গ্রহণ করেন। চাকুরিতে থাকা অবস্থায় জামা'তের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। চাকুরিতে থাকাকালে বিভিন্ন স্থানে নিজের বাড়ি নামায সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের জন্য উপস্থাপন করতেন। জামা'তের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণকারী একজন সাহসী আহমদী অফিসার ছিলেন। অবসরের পর জামা'তের সার্বক্ষণিক সেবার জন্য নিজের সেবা উপস্থাপন করেছিলেন। কেন্ট ও রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় জামা'তের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে জামা'তের দায়িত্ব পালন করতেন আর তার সহকর্মীদের সাথে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ ও নম্র আচরণ করতেন এবং কর্মকর্তাদের আনুগত্য করতেন। খিলাফতের প্রতিপরম বিশ্বস্ততাপূর্ণ ও আনুগত্যের সম্পর্ক রাখতেন। প্রতিটি আহ্বানে সানন্দে সাড়া দিতেন। তিনি গরিবদুঃখী মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহ্‌র রহমতে মূসী ছিলেন। তিনি তার পেছনে অসুস্থ মা সালিমা খুরশিদ সাহেবা এবং দুই স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানকে রেখে গেছেন। সন্তানসন্ততি হলো চার মেয়ে ও এক পুত্র। আল্লাহ্‌তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

সর্বশেষ স্মৃতিচারণ হলো অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন আব্দুশ্ শাকুর মালিক সাহেবের। তিনি বর্তমানে আমেরিকার ডালাসে অবস্থান করছিলেন। সম্প্রতি সেখানেই তিনি মারা যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তার নানা হযরত গোলাম নবী শেখ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার মাধ্যমে তার পৈত্রিক গ্রাম নোশায়রাতে আহমদীয়াতের তবলীগের সূচনা হয়। সেখানে তবলীগের পর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। মরহুম পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে প্রথমে ইঞ্জিনিয়ার এবং পরে গ্রুপ ক্যাপ্টেন হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৫ বছর ধরে রাওয়ালপিণ্ডিতে নায়েব আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ে তিনি বেশ কিছু আহমদী বন্দির মামলাও দেখাশোনা করেছেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। বিমান বাহিনীতে চাকরি করার সময় জামা'তের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে নিজেকে আহমদী হিসেবে পরিচয় দিতেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি জামা'তের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। ব্যবস্থাপনা ও খিলাফতের আনুগত্যের তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ছিলেন। দিন হোক বা রাত, যখনই তাকে জামা'তের আমীর বা জামা'তের পক্ষ থেকে ডাকা হতো তখনই উপস্থিত হতেন। কখনোই কোনো অজুহাত দেখান নি। নিয়মিতভাবে রোযা রাখতেন এবং নামায পড়তেন। সবাইকে ভালোবাসতেন এবং অন্যের ওপর সুপ্রভাব সৃষ্টিকারী একজন মানুষ ছিলেন।

তার মেয়ে শাজিয়া সোহেল সাহেবা বলেন, আমার বাবা বেশির ভাগ সময় জামা'তের কাজে অতিবাহিত করতেন। তিনি যেখানেই থাকতেন, তার প্রিয় সময় ছিল নামায পড়া বা জামা'তের কাজ করা। তিনি সর্বদা (আমাদেরকে) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দোয়া গৃহীত হওয়ার গল্প শোনাতেন। সর্বদা নিজ সন্তানদের কাছে বসিয়ে আহমদীদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কী সম্পর্ক রয়েছে,আল্লাহ্ কীভাবে আহমদীদের বিভিন্ন বিষয়ের দেখাশুনা করেন- সে মর্মে বিভিন্ন ঘটনা শোনাতেন। তিনি আমাদেরকে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খলীফাতুল মসীহ্‌কে চিঠি লিখতে উৎসাহিত করতেন। সব সময় বলতেন, সবকিছুই [হুযূর (আই.)-এর সমীপে] লিখবে। তিনি বলেন, শ্রদ্ধেয় আব্বার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার পূর্ণ আস্থা এবং ঐশী ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা। ছোটবেলা থেকে তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে, যখনই আমরাকোনো অর্থ পাই সেখান থেকে যেন অবশ্যই চাঁদার টাকা পৃথ ক করে রাখি। এতে আমাদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং পবিত্রতাও লাভ হবে। মরহুম ওসীয়্যত করেছিলেন। তার অবর্তমানে তিন মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন। তার ছেলে আমের সাহেব আমেরিকায় ডাক্তারী করেন। তিনিও জামা'তের কাজ করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি অনুগ্রহ ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন। তার সন্তানদের অনুকূলে তার সকল দোয়া কবুল করুন, আমীন। **********

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: লন্ডন থেকে এক ভদ্রমহিলা হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এক খুতবা জুমআয় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সতর্কবাণী সম্পর্কে আরও সাক্ষ্যপ্রমাণ জানতে চান। তিনি আরও লেখেন, অ-আহমদীরা জিন্ন-ভুতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে জিন্ন-এর বাস্তবতার কিভাবে বোঝানো যেতে পারে? হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখের চিঠিতে লেখেন-

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে বিভিন্ন সত্য-স্বপ্ন, দিব্যদর্শন ও ইলহামের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে চলা ভয়াবহ দুর্যোগ ও ভূমিকম্পের বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন, যার মধ্যে পাঁচটির বিশেষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। হুযুর (আ.) বলেন:

এই ঐশীবাণীর অর্থ হল, খোদা বলছেন, পাঁচটি ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়া সম্বন্ধে আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী, যথা:- 'তোমাদের পাঁচবার এই নিদর্শনের বিকাশ দেখাব।' উল্লিখিত ওহীর মর্ম হলো, আল্লাহতায়ালা বলছেন, শুধুএই দাসের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এবং আমি যে তাঁর প্রেরিত পুরুষ এ যেন মানবজাতি বুঝতে পারে, সেজন্য পৃথিবীতে এরূপ পাঁচটি ধ্বংসকারী ভূমিকম্প কিছুকাল পর-পর হবে যে, সেগুলি আমার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে এবং এর প্রত্যেকটির মধ্যে এরূপ এক বৈশিষ্ট্য থাকবে যে, তা দেখলেই খোদার কথা স্মরণে আসবে এবং তা মানব হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবে। সেটি শক্তি, প্রচন্ডতা এবং ধ্বংসালীলায় এমন অস্বাভাবিক আকারের হবে যে, তা দেখে মানুষ দিশেহারা হয়ে যাবে।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২০, পৃ: ৩৯৫)

এই সব দুর্যোগের ভয়াবহতা ও তীব্রতা বর্ণনা করে হুযুর (আ.) বলেন-

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, খোদা আমাকে সাধারণবাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। অতএব, নিশ্চিত জেনে রেখো! ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেরূপে আমেরিকায় ভূমিকম্প এসেছে, তদ্রূপেই ইউরোপেও এসেছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আসবে। সেগুলির মধ্যে কোন কোনটি কিয়ামত সদৃশ হবে। এত লোক মারা যাবে যে, রক্তের নদী বইবে। এই মুত্য হতে পশু-পাখিও রেহাই পাবে না। পৃথিবীতে এত ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা নেমে আসবে যে, যখন থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে এইরূপ ধ্বংসলীলা কখন আসে নি। অধিকাংশ অঞ্চল এইরূপ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে, যেন সেখানে কখন জনবসতি ছিল না। সেই সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হবে।..... তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা এই সকল ভূমিকম্প থেকে নিরাপদ থাকবে অথবা তোমরা নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে? কখন নয়। ঐ নি মানবীয় প্রচেষ্টায় পরিসমাপ্তি ঘটবে। এই ধারণা করো না যে, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছে এবং তোমাদের দেশ তা থেকে রক্ষা পাবে। আমি তো দেখছি, তোমরা তার থেকে বেশি বিপদের মুখ দেখবে।

হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদেরকে সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলিকে বিধ্বস্ত দেখছি এবং জনপদগুলিকে জনশূন্য পাচ্ছি।'

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২৬৮-২৬৯)

সতর্কতামূলক এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলির ভাষা দেখে এমনটি মনে করা উচিত নয় যে, দুর্যোগ কেবল ভূমিকম্প হিসেবেই আসবে। বরং এর অর্থ ভূমিকম্পের মতই বিধ্বংসী অন্য কোনও দুর্যোগও আসতে পারে। এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হুযুর (আ.) বলেন-

খোদা তা'লার বাণীতে রূপক ভাষার প্রয়োগও হয়ে থাকে। ভূমিকম্প বলতে কোন এক বিরাট দুর্যোগকেও বোঝানো হতে পারে যা পুরোপুরি ভূমিকম্প সদৃশ হবে- এমনটাও সম্ভব। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষার বাহ্যিক রূপ ব্যাখ্যার থেকে বেশি অধিকার রাখে। বস্তত এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিসর অত্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু খোদা তা'লা শত্রুদের মুখে ঝামা ঘষে দিতে বাহ্যিক অর্থেও এটিকে পূর্ণ করেছেন। আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর কিয়দংশ অন্য কোনভাবে প্রকাশ পাওয়াও সম্ভব।

কিন্তু সেটি এক অলৌকিক বিষয় হবে যে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। .....অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসন্দেহে উচ্চ মানের অলৌকিক বিষয়ের সংবাদ দেয়। আর খুব সম্ভব এরপরও এমন কিছু ঘটনাবলী বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে প্রকাশিত বিধ্বংসী ঘটনা ঘটতে পারে যা অলৌকিক হবে। তাই এই ভবিষ্যদ্বাণীর অংশে ভূমিকম্পের উল্লেখ না থাকলেও এটি এক মহান নিদর্শন ছিল। কেননা এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা বোঝানো হয়েছে বিভিন্ন স্থান ও ঘরবাড়ির এমন এক অস্বাভাবিক ধ্বংসলীলা যার তুলনা পাওয়া যায় না, সেটা ভূমিকম্পের দ্বারা হোক বা অন্য কোনও কারণে হোক।

(বারাহীনে আহমদীয়ার পরিশিষ্ট অংশ, পঞ্চম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ২১তম খণ্ড, পৃ: ১৬১)

আল্লাহ্ তা'লা হুযুর (আ.) এর কাছে প্রকাশ করা অদৃশ্যের সংবাদ অনুসারে পৃথিবী দুটি বিশ্ব-যুদ্ধ, প্লেগ মহামারি এবং পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে সংঘটিত হওয়া প্রচণ্ড ভূমিকম্পের চারটি নিদর্শন পূর্ণ হতে দেখেছে, যেখানে মানুষ সহ পশুপাখি ও জীবজন্তু ও ঘরবাড়ি ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা হুযুর (আ.) বিশেষ করে পাঁচটি নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার সংবাদ দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা ভাল জানেন যে, পঞ্চম নিদর্শনটি কিভাবে প্রকাশ পাবে- কোন অস্বাভাবিক ভূমিকম্প আকারে না কি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ আকারে পৃথিবীতে ধ্বংস বয়ে আনবে? কিন্তু এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যদি পৃথিবীর হুঁশ না ফিরে এবং নিজেদের সৃষ্টিকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন না করে, তবে যেভাবে চারটি নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে, অনুরূপভাবে এই পঞ্চম নিদর্শনটিও পূর্ণ হবে এবং যেমনটি আমি বলেছি, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, ইসলাম ইনশাআল্লাহ্ অসাধারণ বিজয় লাভ করবে। এই বিষয়টিকেই হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রাহে.) ১৯৬৭ সালের ইউরোপ সফরকালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বর্ণনা করেছিলেন, যে কথা আপনি চিঠিতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছিলেন-

জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা ইসলামের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে শত সহস্র নিদর্শন পৃথিবীর সমক্ষে উপস্থাপন করেছেন, যেগুলির মধ্যে একটি হল তিনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট হতে সংবাদ পেয়ে পাঁচটি বিধ্বংসী নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। দুটি নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ আকারে।

****

(৯ পাতার শেষাংশ....)

(আ.) উম্মতী নবী। আর এই ব্যাখ্যা আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে করি না, বরং একথা আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ একজন নবী হবেন। এটাই মূল পার্থক্য যার কারণে তারা আমাদেরকে মুসলমান বলে না।

একজন নাসেরা প্রশ্ন করে যে, আহমদী মুসলমানদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের স্বল্প দূরত্বের জন্য গাড়ি ব্যবহার করা উচিত নয়, পায়ে হেঁটে যান বা সাইকেল ব্যবহার করুন। সাইকেল চালানো আপনাদের স্বাস্থ্যের জন্যও ভাল। প্রত্যেক আহমদীকে বছরে দুটি করে গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা উচিত। এই ভাবে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারব। এখানে যদি সম্ভব না হয়, তবে অন্যান্য দেশে তারা যে সফর করে সেখানে গাছ লাগাতে পারেন। এইভাবে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করতে নিজেদের অবদান রাখতে পারি।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন: তিনি কিভাবে পেটের মধ্যে জীবিত থাকতে পারেন। একাধিক বিজ্ঞানীর মতে এমন পরিস্থিতিতে জীবিত থাকা অসম্ভব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাঁকে গিলে নেওয়া হয়েছিল,কিন্তু কুরআন করীম একথা বলে না যে, তিনি মাছের পেটে তিন দিন জীবিত ছিলেন। এটা বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে। মাছ তাকে গিলে নেওয়া মাত্রই বমি করে দেয়। পেটের মধ্যে তিনি দীর্ঘক্ষণ থাকেন নি। তবু কুরআন করীম বর্ণনা করে যে, মাছ থেকে বের হওয়ার পর তিনি অসুস্থ ছিলেন, সংজ্ঞাহীন ও আহত অবস্থায় ছিলেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফেরে এবং তিনি বেঁচে যান। বিজ্ঞানীমহলে দাবি, যেহেতু বাইবেল বলছে তিনি মাছের পেটে তিন দিন ছিলেন, তাই তিনি জীবিত থাকতে পারেন না। একথা সঠিক। কিন্তু আমরা একথা বিশ্বাস করি না যে তিনি তিন দিন পেটের মধ্যে ছিলেন। মাছটি তাকে গিলে নেওয়া মাত্রই বমি করে দিয়েছিল।

একজন নাসেরার প্রশ্ন: বর্তমানে কথাবার্তা বলার মান বদলে গেছে। বড়রা যুবকদের আচার আচরণকে অভব্যতা মনে করে। এ বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের দিকনির্দেশনা প্রার্থনা করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের উন্নত আচরণ শেখা উচিত, পিতামাতা, ভাইবোনদের সঙ্গে কথা বলার সময় হোক বা কোন আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে, আপনার কখনই শিষ্টাচার বর্জন করা উচিত নয়। ভাল আচরণের দাবি হল অপরকে সম্মান দেওয়া, নিজের থেকে বড় এবং ভাইবোনদের সম্মান দেওয়া, তাদের সঙ্গে বিনয় ও শিষ্টচারপূর্ণ পদ্ধতিতে কথা বলা। তাই আপনি যদি ভাল আচরণ প্রদর্শন করেন তবে সেটা হল ইসলামী পন্থা।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, আপনি কাউকে গালি দিবেন। যেমনটি পশ্চিমি দেশগুলোতে বলা হয়, যেহেতু আপনার মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে তাই আপনি এমন ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করতে পারেন যা অপরের ভাবাবেগকে আহত করে। এটা ভাল আচরণ নয়। এটা তাদের দ্বিচারিতা। যখন এই কার্টুন প্রকাশিত হয়, ফ্রান্সের এক রাজনীতিক বলেছিলেন, এখানে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। তাই এটিকে বাধা দেওয়া যাবে না। কিন্তু যখন ফরাসি রাষ্ট্রপতির কার্টুন ছাপানো হল তখন বিরাট হুলস্থুল কাণ্ড বেঁধে গেল। এটা কেন হল? এর অর্থ, তারা নিজেরাই জানে যে এটা ভাল জিনিস না, কিন্তু তাদের নিজেদের জন্য এক মানদণ্ড আর অন্যদের জন্য ভিন্ন মানদণ্ড।

যখন অধিকাংশ দেশ আহমদীয়াত গ্রহণ করে ফেলবে, তখন তখন প্রত্যেক দেশের সরকার নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থাপ পরিচালনা করবে এবং যুগ খলীফা সেই সব দেশগুলির আধ্যাত্মিক নেতা হবেন। যুগ খলীফা চিরকালই আধ্যাত্মিক নেতা হয়েই থাকবেন, রাজনীতির সঙ্গে তাদেঁর কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানরা যুগ খলীফার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করবে।

আপনাদের স্বল্প দূরত্বের জন্য গাড়ি ব্যবহার করা উচিত নয়, পায়ে হেঁটে যান বা সাইকেল ব্যবহার করুন। সাইকেল চালানো আপনাদের স্বাস্থ্যের জন্যও ভাল। প্রত্যেক আহমদীকে বছরে দুটি করে গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা উচিত। এই ভাবে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারব।

১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে হুযুর আনোয়ার (আই.)এর সঙ্গে South-West and Midlands এর ১৩-১৫ বছরের নাসেরাতুল আহমদীয়ার সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত

১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে হুযুর আনোয়ার (আই.) South-West and Midlands এর ১৩-১৫ বছরের নাসেরাতুল আহমদীয়ার সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত করেন।

একজন নাসেরা প্রশ্ন করে যে, কেউ যদি ওয়াকফে নও স্কীমের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তবে সে কি জামাতের সেবা করার অনুমতি পেতে পারে? আমার ইচ্ছে, ডাক্তার হয়ে উন্নশীল দেশগুলোতে জামাতের সেবা করার।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অবশ্যই করতে পারেন। অনেক ছাত্র এমন আছে যারা জামেয়া আহমদীয়ায় পাঠরত, কিন্তু তারা ওয়াকফে নও নয়। পাকিস্তানে জামেয়া আহমদীয়ার ৫০ শতাংশের বেশি ছাত্র ওয়াকফে নও নয়। আমিও ওয়াকফে নও নই। আমি কি ওয়াকফে নও? (মৃদু হেসে বলেন) আমি ওয়াকফে নও নই, কিন্তু জামাতের সেবা করছি। যারা আমার সঙ্গে বসে আছে এবং কাজ করছে তারাও ওয়াকফে নও নয়। জামাতের সেবার জন্য ওয়াকফে নও হতেই হবে এমনটা জরুরী নয়। তাই আপনি যদি ডাক্তার হতে চান তবে ভাল, পড়াশোনা শেষ করে জামাতের সেবার জন্য নিজেকে ওয়াকফ বা উৎসর্গ করতে পারেন। এরপর ইনশাআল্লাহ্ আপনার ওয়াকফ মঞ্জুর করা হবে, তাতে কোন বাধা নেই। আর আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

একজন নাসেরা প্রশ্ন করে যে, অতীতে আম্বিয়া এবং খলীফাগণ ধর্মীয় পথপ্রদর্শক হতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে রাজনৈতিক রাজত্বও ছিল। আমার প্রশ্ন হল, জামাত আহমদীয়ার খলীফাগণ কি কখনও রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, অতীতের প্রত্যেক নবীকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। ইসলামে আঁ হযরত (সা.) একজন নবী ছিলেন যিনি ধর্মীয় পথপ্রদর্শক ছিলেন, তিনি খাতামান্নাবীঈন ছিলেন। মদিনায় হিজরতের পর তিনি এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রধানও ছিলেন। কিন্তু এর পূর্বে নয়। যখন তিনি মক্কায় ছিলেন ছিলেন, তখন তার অত্যাচার নির্যাতন চলত এবং অত্যন্ত বর্বরতার সাথে তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদেরকে কষ্ট দেওয়া হত। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর খোলাফয়ে রাশেদীনের কাছেও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল। কিন্তু এখন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁর কিস্বা তাঁর খলীফাদের কাছে তেমন কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে না।

ভবিষ্যতের বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন, ইনশাআল্লাহ্ যখন অধিকাংশ দেশ আহমদীয়াত গ্রহণ করে ফেলবে, তখন তখন প্রত্যেক দেশের সরকার নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থাপ পরিচালনা করবে এবং যুগ খলীফা সেই সব দেশগুলির আধ্যাত্মিক নেতা হবেন। কুরআন করীমে লেখা আছে, যদি দুটি মুসলমান দেশ বা দল পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তবে শান্তিপূর্ণ পন্থায় তাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করানোর চেষ্টা কর আর যদি তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তবে খুব ভাল কথা। অন্যথায় যে অন্যায় করছে এবং ছলনার আশ্রয় নিয়ে প্রতিবেশী দেশের উপর আক্রমণ করছে বা অন্য কোনও মুসলমান দেশের উপর আক্রমণ করে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাকে প্রতিহত কর। এমন পরিস্থিতিতে যুগ খলীফা অন্যান্য দেশকে পরিস্থিতি অনুসারে পদক্ষেপ নেওয়ার উপদেশ দিবেন। তবে যুগ খলীফা চিরকালই আধ্যাত্মিক নেতা হয়েই থাকবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানরা যুগ খলীফার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করবে।

এক নাসেরা প্রশ্ন করে, 'হুযুর এমন কোন পরিস্থিতির কথা বলুন যখন আপনি কঠিন সময়ের মধ্যে গেছেন এবং তা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পেয়েছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, কঠিন সময় জীবনের অংশ। সেগুলির উল্লেখ করে আমি কি করব? আমি যদি বলি, আমি সমস্যায় পড়েছি, তবে এর অর্থ হবে আমি ওয়াকফে মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারি নি। তাই আমি সে কথার উল্লেখ এখানে করতে পারব না। আমি কখনও কোন সমস্যার সম্মুখীন হই নি। আমার উপর সব সময় আল্লাহ্ তা'রার কৃপা বিরাজমান থেকেছে।

অপর এক নাসেরা প্রশ্ন করে যে, খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পূর্বে হুযুর আনোয়ার অনেক বেশি অন্তর্মুখী স্বভাবের ছিলেন, মিতবাক ছিলেন, সচরাচর তাঁকে কোনও বক্তব্য রাখতে দেখা যেত না। হুযুর আনোয়ারের জন্য খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পর খলীফাতুল মসীহ্র কর্তব্য নির্বাহ করা কিভাবে সম্ভব হল?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এগুলো খোদার কাজ। আমি নিজের ইচ্ছে ও বাসনায় এই মর্যাদায় পৌঁছাই নি। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাকে এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। তাই যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এখানে এনেছেন এবং এই কাজ তাঁরই, তিনিই আমাকে বলার এবং ভাষণ দেওয়ার, মানুষের সঙ্গে কথা বলার এবং যুক্তি দ্বারা নিরুত্তর করে দেওয়ার ক্ষমতা দান করেছেন। আমি যদি নিজের যোগ্যতার দিকে দেখি, তবে আমি মনে করি না যে কোনও ব্যক্তিকে এভাবে উত্তর দিতে পারব। এটা আল্লাহ্ তা'লাই

আমাকে এই সমস্ত কাজ করার শক্তি ও সামর্থ্য দান করে থাকেন।

এক নাসেরা প্রশ্ন করে যে, যদিও আমরা কলেমা শাহাদত পাঠ করি, কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষামালার উপর আমল করি, তা সত্ত্বেও অ-আহমদীরা আমাদেরকে অমুসলিম কেন বলে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- আপনার এই উচিত এই প্রশ্নটি তাদেরকে করা। আমরা তো সেই নবী (সা.) কে মান্য করি, আমরা সেই একই কিতাবকে মান্য করি, আমরা কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করি এবং ইসলামের যাবতীয় শিক্ষামালা মেনে চলি, শুধু তাই নয়, আমরা এর প্রচারও করি। এই কারণেই লক্ষ লক্ষ অ-মুসলিম আহমদীয়াতের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আপনি এমন মানুষদের সামনে নিজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারেন। তাদেরকে বলুন, 'আমি এর উপর ঈমান আনি এবং এগুলি অনুশীলন করি। তাই তাদের যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয় দূর করা আপনার কর্তব্য। যেমন- ঘানার প্রাথমিক আহমদীরা খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্য থেকে ছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তারা আহমদীয়াতের মধ্য দিয়েই ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করেছিলেন। এভাবেও আপনি তবলীগ করতে পারেন আর তাদেরকে বলতে পারেন যে আমরা মুসলমান, তবে পার্থক্য শুধু এটাই যে, আপনাদের বিশ্বাস, আঁ হযরত (সা.) এই যুগে যে প্রতিশ্রুত মসীহর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি এখনও আসেন নি। অপরদিকে আমরা বিশ্বাস করি, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সেই প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে আবির্ভুত হয়েছেন। এটাই সেই পার্থক্য আর এই পার্থক্যের কারণে আপনারা বলেন, আমরা মুসলমান নই। দ্বিতীয় কথা হল, আমরা বিশ্বাস করি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নবীর মর্যাদার অধিকারী। কেননা আঁ হযরত (সা.) তাঁকে হাদীসে এক-দুইবার নয়, চার বার নবী হিসেবে সম্বোধন করেছেন। এরপর তারা বলে, আঁ হযরত (সা.) এর পর আর কোন নবী আসতে পারে না। আমরাও একথা বিশ্বাস করি যে আঁ হযরত (সা.)-এর পর নতুন শরিয়তধারী কোন নবী আসতে পারে না। কিন্তু একজন উম্মতী নবী আসতে পারে। আর আঁ হযরত (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁর আগমণ অবধারিত ছিল। কুরআন করীমে সূরা জুমআয় লেখা আছে, একজন নবী আসবে। তাই এই পার্থক্য আছে। এই কারণেই তারা আমাদেরকে অমুসলিম বলে। তারা বলে, তোমরা আঁ হযরত (সা.) কে নবী হিসেবে মান, কিন্তু তাঁকে শেষ নবী মান না। আপনাদের বলা উচিত যে, আমরা বিশ্বাস করি, আঁ হযরত (সা.) শেষ নবী যিনি শরীয়ত নিয়ে এসেছেন আর কুরআন করীম শেষ শরিয়ত গ্রন্থ। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনিই আঁ হযরত (সা.) এবং সকল নবীগণকে প্রেরণ করেছেন। আর আমরা আঁ হযরত (সা.)কে শেষ আল্লাহ্র নবী হিসেবে মান্য করি, শেষ নবী হিসেবেই মান্য করি। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, আমরা বিশ্বাস করি, হযরত মসীহ মওউদ

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

২ পাতার পর....

তাদের অস্ত্র বাণিয্য অব্যাহত থাকে। (তারা মনে করে) এরা মরলে মরুক, আমাদের কি আসে যায়।

প্রশ্ন: নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উন্নত বিশ্বের দেশগুলি যে এদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করছে, তারা কোন জিনিসটি ভুলে গেছে?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: তারা ভুলে গেছে যে, এই পরিস্থিতি তাদের জন্য তৈরী হতে পারে আর উন্নতির অহংকারে তাদের মতিভ্রম হয়েছে, (জ্ঞান) চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে। আর এখন সারা বিশ্ব দেখছে যে, সেটাই হল যার আশঙ্কা ছিল, ইউরোপেও যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন: আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি আমাদের সত্যিকার ভালবাসা থাকলে আমাদের কি করতে হবে?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা থাকলে তাঁর আনীত শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং এর প্রচার করুন। বিশ্ববাসীকে বলুন, আজ পৃথিবীর শান্তি ও সৌহার্দ্যের এটিই একমাত্র পথ। অতএব, এস, শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা দানকারী এই মহান সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইহকাল ও পরকালে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তার উপকরণ তৈরী করি।

প্রশ্ন: খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি আঁ হযরত (সা.)এর কিরূপ বেদনা ছিল?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: রসুল করীম (সা.) এর খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি কিরূপ বেদনা ছিল, ব্যকুলতা ছিল সে সম্পর্কে কুরআন করীম ঘোষণা দেয়-

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفۡسَكَ اَلَّا یَکُوۡنُوۡا مُؤۡمِنِیۡنَ

তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে, (এই দুঃখে যে) এরা ঈমান আনে না?

প্রশ্ন: ইউক্রেনের কারণে পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: ইউক্রেনের কারণে রাশিয়া এবং ন্যাটোর দেশগুলির সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা ভাল জানেন যে, বিজয় কার হবে কিম্বা দুই পক্ষের কতটা ক্ষয়ক্ষতি হবে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হতে চলেছে। এখনও যদি শুভ বুদ্ধির উদয় না হয়, তবে এক অতি ভয়াবহ বিনাশ অপেক্ষা করে আছে।

প্রশ্ন: কতিপয় যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কি বলেছেন?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: কিছু কিছু স্থানে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুদ্ধ হলে যে পরিমাণ বিনাশ সংঘটিত হবে তা এতটাই ভয়াবহ হবে যে, পরমাণু বোমার প্রয়োগের ফলে যুদ্ধের সময় এবং এর পরবর্তী সময়ে পৃথিবী থেকে আনুমানিক ৬৬ শতাংশ মানুষের অস্তিত্ব মুছে যাবে। আর ধ্বংসলীলা এতটাই ভয়াবহ হবে যার কল্পনাও করা যায় না। একজন সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

প্রশ্ন: আঁ হযরত (সা.) এবং কুরআন করীমের উপর ঈমান আনা কেন আবশ্যক?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, এখন আসমানের নীচে মাত্র একজনই নবী আছে, এবং মাত্র একটিই কিতাব আছে; অর্থাৎ হযরত মহম্মদ (সা.) - যিনি সকল নবীগণের চাইতে উন্নত এবং উত্তম এবং সকল রসুলগণের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর এবং যিনি নবীগণের মোহর, মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, যাঁর আনুগত্য করলে খোদা তা'লাকে পাওয়া যায় এবং অন্ধকারের সব আবরণ খসে পড়ে, এবং এই জগতেই প্রকৃত পরিত্রাণ বা নাজাতের চিহ্ন ও প্রভাব প্রকাশিত হয়। এবং কুরআন শরীফ-যার মধ্যে প্রকৃত ও পূর্ণ হেদায়াত নিহিত রয়েছে, তার মাধ্যমে হাক্কানী ইলম ও মারেফাত বা প্রকৃত জ্ঞান ও খোদার উপলব্ধি, প্রজ্ঞা ও পরিচয় লাভ করা যায়, এবং হৃদয় মানবীয় দুর্বলতা সমূহ থেকে মুক্ত হয়, এবং মানুষ অজ্ঞতা ও অলসতা ও সন্দেহ-সংশয়ের আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং হাক্কুল ইয়াকীন বা সত্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছে যায়।'

প্রশ্ন: আমরা কখন পরমার্থিক ও তত্ত্বজ্ঞানের সঠিক ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারি?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: একজন প্রকৃত একেশ্বরবাদীই প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তার ধ্বজাবাহক। যদি মুসলমানেরা সত্যিকার অর্থে এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং সেই অনুসারে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করে, তবে পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তিকামী তারাই হবে। কিন্তু আসল কথা এটাই যে, এর জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস -এর সঙ্গে যুক্ত হওয়াও জরুরী। তবেই জ্ঞান ও মারেফাতের সঠিক ব্যুৎপত্তি লাভ হতে পারে।

প্রশ্ন: প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোন বিষয়টি জরুরী?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য হল পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক-অদ্বিতীয় খোদার উপর নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করা , খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসাকে নিজেদের অন্তরে প্রোথিত করা যাতে অন্য কারো প্রতি ভালবাসা সেই স্থান না নিতে পারে এবং তাঁর আদেশাবলী মেনে চলার জন্য আঁ হযরত (সা.) উপর অবতীর্ণ হওয়া শিক্ষা অর্থাৎ কুরআন করীমকে নিজেদের জীবনের অংশ বানিয়ে নেওয়া। যখন আমরা এই মানে উপনীত হব যে, কুরআন করীমের প্রত্যেকটি আদেশ এবং আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতিটি নির্দেশ যখন আমাদের কথা ও কাজের অংশে পরিণত হবে, একমাত্র তখনই পৃথিবীকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছে দিতে পারব, তাদের সামনে প্রকৃত শান্তির শিক্ষার রহস্য উন্মোচন করব, শুধু তাই নয়, বরং নিজেদের কর্মপন্থা দ্বারা তাদেরকে এই বার্তা দিব এবং শেখাব আর এটিই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।

প্রশ্ন: জলসায় পুরুষ ও মহিলাদের উপস্থিতি সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: জলসায় আমাদের মোট উপস্থিতি ছিল ১৯ হাজার ৭৮২, যার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৪৮২জন এবং পুরুষদের সংখ্যা ছিল ১০হাজার ৩০০জন। এছাড়াও অন্যান্য মাধ্যমেও মানুষ জলসার অনুষ্ঠান দেখছেন বা শুনছেন। তাদের সংখ্যাও ৪০ হাজারের অধিক।

প্রশ্ন: সত্য অন্তঃকরণে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা মানুষকে কোন মর্যাদায় পৌঁছে দেয়?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: সত্য অন্তঃকরণে আঁ হযরত (সা.) এর অনুবর্তিতা মানুষকে সেই মর্যাদায় পৌঁছে দেয় যেখানে সে সত্যিকার খোদাপ্রেমীতে পরিণত হয়। আর এই সত্যিকার প্রেম মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীতে পরিণত করে।

প্রশ্ন: যখন কাউকে সত্য অন্তঃকরণে ভালবাসা যায় তখন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: তখন তার প্রতিটি কথা ও কাজকে মানুষ মেনে চলার চেষ্টা করে, তার প্রতিটি কথা শোনা এবং মেনে চলার চেষ্টা করে।

প্রশ্ন: ভাষণের শেষে হুযুর আনোয়ার কোন দোয়ার প্রতি জামাতের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: সকলে এই দোয়াও করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে জলসার বরকতে ধন্য করুন এবং প্রত্যেককে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। আল্লাহ্ তা'লা যেন পৃথিবীর অবস্থায় দ্রুত শান্তি ও নিরাপত্তার সৃষ্টি করেন যাতে আমরা পুনরায় বিশালকারে আগের মত মহাসমারোহে যাবতীয় চিন্তা মুক্ত হয়ে জলসার আয়োজন করতে পারি। এবং জলসার দ্বারা নিজেদের আধ্যাত্মিক ও জ্ঞান- পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারি এবং প্রকৃত অর্থে নিজেদের জীবনকে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে পরিচালিত করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অন্বেষণকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

প্রশ্ন: আমরা কখন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: এই নীতিকে সামনে রেখে সব এই ভাবনা মাথায় রাখতে হবে যে, আমরা যদি কেবল নিজের জন্য বা নিজের জাতি বা দেশের জন্য শান্তি কামনা করি তবে এক্ষেত্রে আমি কখনই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব না। মানুষের মনে যখন এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার জন্য সব কিছু করতে হবে, একমাত্র তখনই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন: পৃথিবীতে বর্তমানে যতগুলি যুদ্ধ চলছে সেগুলির কারণ কি?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যতগুলি যুদ্ধ ও অরাজকতা চলছে এসবগুলির কারণ হল মানুষের উদ্দেশ্য সৎ নয়।

প্রশ্ন: কার মাধ্যমে আমরা খোদা তা'লার সন্তুষ্টি এবং তাঁর অনুবর্তিতা লাভ করতে পারি?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) এর উপর যে শিক্ষা অবতীর্ণ করেছেন তাতে তিনি বলেছেন

قَدۡ جَآءَکُمۡ مِّنَ اللّٰہِ نُوۡرٌ وَّ کِتٰبٌ مُّبِیۡنٌ۔
یَّہۡدِیۡ بِہِ اللّٰہُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَہٗ سُبُلَ السَّلٰمِ

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক নূর এবং স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে। আল্লাহ্ উহা দ্বারা ঐ সকল লোককে যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টি চাহে, শান্তির পথে পরিচালিত করেন।

(আল মায়েদা: ১৬-১৭)

প্রশ্ন: আমরা কখন নিজেদের ইহকাল ও পরকাল সুসজ্জিত করতে পারি?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা যদি নিজেদের ইহকাল ও পরকাল সুনিশ্চিত করতে চাই, তবে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সেই বাণীকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যা তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। সেই বাণীটি হল- یَّہۡدِیۡ بِہِ اللّٰہُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَہٗ سُبُلَ السَّلٰمِ এই আলোকিত গ্রন্থের এই পথনির্দেশনাটিকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখবেন। এই আলোকিত গ্রন্থের পথনির্দেশনাগুলি সব সময় পড়া এবং সামনে রাখা উচিত। তবেই আমরা শান্তির পথে বিচরণকারী হব।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান। শরীফ পাঠ কর। তবে কেচ্ছা-কাহিনী ভেবে নয় বরং এক গভীর তত্ত্বজ্ঞান

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ঐশী মনোনয়ন

(নির্বাচিত অংশের ভাবানুবাদ)

২২ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে আমাদের পবিত্র ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-কে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে খিলাফতের পোশাক পরিধান করানো হয়। এর পূর্বে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আউ.) ১০ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে মোকামী আমীর ও নাযেরে আ'লা, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া পাকিস্তান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। দায়িত্বকালীন সময়েই ০৩ আগস্ট, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সকাশে নিজ হাতে নিম্নোল্লিখিত পত্রটি লিখেন যা ফ্যাক্সের মাধ্যমে লন্ডন প্রেরণ করা হয়।

(হে আমার নেতা! আল্লাহ্ তা'লা আপনার সহায় হোন)আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হুযূর আনোয়ারের সকাশে সফলতার সাথে সালানা জলসারসমাপ্তি এবং এ বছর আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানে ৫০ লাখেরও অধিক নতুন পুণ্যাত্মার বয়আত গ্রহণে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা সেদিন দ্রুত আনয়ন করুন যেদিন এখানেও সে হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য আমরা অবলোকন করতে পারব। আব্বার (হযরত সাহেবযাদা মির্যা মানসুর আহমদ সাহেবের- অনুলিপিকারক)

চিঠিপত্রসমূহের মাঝে হুযূরের নাম লিখিত একটি পত্র পাওয়া গেছে যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি এলহাম লিখতে গিয়ে আব্বা পত্রটি লিখেছেন এবং এটি হুযূর (আই.)-এর খিলাফতকালীন যুগের সাথে সম্পর্কিত মনে হচ্ছে। (এলহাম দুটি নিম্নরূপ)

১. ইন্নি মাআ'কা ইয়া ইবনা রাসুলিল্লাহি

২. এই ভূপৃষ্ঠের সমস্ত মুসলমানদের একত্রিত কর আলা দ্বীনে ওয়াহেদ।এই দৃশ্য তো আমরা একদিন অবলোকন করব ইনশাআল্লাহু তা'লা। দোয়ার অনুরোধ রইল। ওয়াস্সালাম

হুযূরের একজন নগণ্য খাদেম

মির্যা মাসরূর আহমদ

****

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পক্ষে তার প্রাইভেট সেক্রেটারি মাওলানা মুনির আহমদ জাভেদ এ চিঠির উত্তর এভাবে প্রদান করেন,হুযূর বলেছেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। এটি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করুন। এর একটি অনুলিপি আপনার কাছে রাখুন আর আমার কাছেও একটি অনুলিপি প্রেরণ করুন। আর জামা'তের রেকর্ডেও এর অনুলিপি থাকা উচিত।

মুনির আহমদ জাভেদ

০৫/০৮/১৯৯৮

****

চিঠির এরূপ উত্তর পেয়ে হযরত সাহেবযাদা সাহেব নিম্নোক্ত কথাগুলো উল্লেখ করে তা "তারীখে আহমদীয়াত" বিভাগে প্রেরণ করেন:মোহতরম মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব,হুযূরের নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে হযরত সাহেবযাদা মির্যা মানসুর আহমদ সাহেবের চিঠির একটি অনুলিপি আপনার নিকট প্রেরণ করছি।

মির্যা মাসরূর আহমদ

০৯/০৮/১৯৯৮

****

চিঠির অনুলিপির সম্পূর্ণ অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাবওয়া- ১৫/১২/১৯৯৬

প্রিয় হুযূর!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

দীর্ঘদিন পর হুযূরের সকাশে চিঠি লিখছি। লিখব লিখব করে বছরই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। দোয়ার অনুরোধ রইল।সম্প্রতি আইনের ৮ম সংশোধনী বিষয়ে পুনরায় আলোচনা হচ্ছে। কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ায় তা প্রত্যক্ষ করুন। তাযকেরা পাঠরত অবস্থায় এলহাম দৃষ্টিপটে আসে যা পূর্বেও কয়েকবার পড়েছিলাম। এবার যখন পড়লাম তখন মনে হল এটি তো হুযূরের জন্যই। হুযূরের (খিলাফতকালীন) যুগের সাথেই সম্পর্কিত। এলহাম এরূপ:

১. ইন্নি মাআ'কা ইয়া ইবনা রাসুলিল্লাহি

২. এই ভূপৃষ্ঠের সমস্ত মুসলমানদের একত্রিত কর আলা দ্বীনে ওয়াহেদ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত পাদটীকা এবং ফটোস্ট্যাট প্রেরণ করছি। খোদা তা'লা হুযূরের হাফেয ও নাসের হোন।

মির্যা মানসুর আহমদ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ দৃশ্য আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি। খাকসার মির্যা মানসুর আহমদ।

****

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এই চিঠি প্রাপ্তির সোয়া ছয় বছর পর ১৯ এপ্রিল, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন সময় সকাল সাড়ে নয়টায় ওফাত লাভ করেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব তখন নাযেরে আলা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি এ সংবাদ সমস্ত বিশ্বব্যাপী জামা'তগুলোকে অবগতকরণের জন্য একটি বার্তা প্রেরণ করেন। আর তা এরূপ-

"আমাদের বিশ্বাস বরং পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং একশত বছরের অধিক সময়ব্যাপী যে অভিজ্ঞতা তা এ বিষয়ের স্বাক্ষী যে, খোদা তা'লা কখনও এ জামা'তকে নিঃস্ব ও একাকী ছেড়ে দেন নি। সেই খোদা এখনও আমাদের সাথী, সাহায্যকারী ও সুরক্ষা বিধানকারী হবেন।"

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ২৫ এপ্রিল, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ)

সর্বসাধারণের নিকট এ সংবাদ পৌঁছানোর তৃতীয় দিন পঞ্চম খিলাফতের নির্বাচন সংঘটিত হয় এবং জ্যোতির্মণ্ডিত ও বরকতপূর্ণ এ যুগের সূচনা হয়।নিজ অস্তিত্বের যথার্থ প্রমাণ দেয় ভাগ্যক্রমেএই অপরিচিত সত্তার পরিচয় তো এটিই যে নির্দেশই দেওয়া হোক না কেন তা আমার জন্য অবশ্য পালনীয়কথার নড়চড় না হওয়া এটিই তো খোদায়ী বৈশিষ্ট্যআরশের অধিপতি খোদার এই মৌখিক স্বাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে এটি যথার্থই প্রমাণিত হয়, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নিম্নোক্ত দুটি এলহাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর প্রতিশ্রুত ব্যক্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। অর্থাৎ, ১. ইন্নি মাআ'কা ইয়া ইবনা রাসুলিল্লাহি। ২. এই ভূপৃষ্ঠের সমস্ত মুসলমানদের একত্রিত কর আলা দ্বীনে ওয়াহেদ। (বদর, ২৪ নভেম্বর, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ ও আল্ হাকাম,

২৪ নভেম্বর, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ: ০১)১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এই এলহামসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিম্নোক্ত বাক্যাবলীর মাধ্যমে করা হয়।

১. ইন্নি মাআ'কা ওয়া মাআ' আহলাক। আহমাল আওয়ারাক।

২. আমি তোমার ও তোমার সকল প্রিয় ব্যক্তিদের সাথে আছি।

৩. ইন্নি মাআ'কা ইয়া মাসরূর।খোদা তা'লা প্রদত্ত এই এলহামটি

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর আল্ হাকাম পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় আর একই তারিখে "আল্ ওসীয়্যত" পুস্তকও প্রকাশিত হয়। "ইন্নি মাআ'কা ইয়া মাসরূর" এই এলহামের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে মুসলিম সাহিত্যে বিদ্যমান এ রহস্যও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে ইমাম মাহদী কিভাবে "সুররা মান রাআ" গুহা থেকে আবির্ভূত হবেন। কেননা যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, কতিপয় নামসমূহেও ভবিষ্যদ্বাণী লুক্কায়িত থাকে। সুতরাং এ বিষয়টিই এখানে সংঘটিত হয়েছে। কেননা "সুররা মান রাআ" এর একটিই অর্থ আর তা হচ্ছে, যে তাকে দেখবে সেও আনন্দিত হয়ে উঠবে। আনন্দিত কেন হবে? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বরকতমণ্ডিত বাক্যাবলীর মাধ্যমে এর উত্তর প্রদান করছি। হুযূর (আ.) বলেন,"খোদা তা'লা চাচ্ছেন যে ভূপৃষ্ঠের মুসলমানগণ যেন একত্রিত হয়। আর তারা একত্রিত হবেই।"

(আল্ হাকাম, ৩০ নভেম্বর, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ: ০১)ধর্মের সাহায্যার্থে আকাশসমূহ আন্দোলিত হচ্ছে শরৎকাল গত হয়ে গেছে, ফল একত্রিত করার সময় আগত।

****

সুসংবাদপূর্ণ রুইয়া, স্বপ্ন ও ঐশী লক্ষণসমূহ

১. মোকাররম খাঁ সাইদুল্লাহ্ খান সাহেব, প্রফেসর তালিমুল ইসলাম কলেজ রাবওয়াহ, ১/৫ দারুন নাসর, পশ্চিম রাবওয়াহ।হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আমি কলেজের প্রফেসর ও হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম। প্রবীণ সদস্য প্রফেসর বাশারাতুর রহমান সাহেব কলেজে আসেন। আমি হোস্টেলের বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিলাম তো তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলে উঠেন, সাইদুল্লাহ্ আমি তো কলেজে পড়াতে এসেছিলাম কিন্তু এসে দেখলাম কলেজ ছুটি দিয়ে দিয়েছে। এতদসঙ্গে বলেন, আমি আজ রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি আর তা হচ্ছে হযরত সাহেবের বংশে আজ যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে সে পরবর্তী শতাব্দির মোজাদ্দেদ হবে। আমি মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবকে এ কথাটি অবগত করেছিলাম।

(তারীখে তাহরীর, ৩০ জানুয়ারি, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ)

২. মোকাররম মোহাম্মদ আনোয়ার সাহেব, জার্মানি

আমার মায়ের মাধ্যমে আমি এটি জানতে পেরেছি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী কোন একটি বিষয় সমাধার উদ্দেশ্যে মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেবকে আমাদের গ্রাম চক ৫৬৫ গ-বজুরানওয়ালা তহসিলে প্রেরণ করেন। সেসময় আমার নানী হযরত মাওলানা সাহেবকে অনুরোধ করেন যে, আপনি তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথী ছিলেন। সেসময়ের কোন ঘটনা আমাদেরকে শোনান। মাওলানা সাহেব তখন বর্ণনা করেন, একবার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কাদিয়ানের মসজিদে মোবারকে বসে ছিলাম। তখন আমাদের সম্মুখে হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব আসেন। সেসময় তিনি অল্প বয়স্ক শিশু ছিলেন। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, দেখ! বাদশাহ আসছে। মাওলানা সাহেব বর্ণনা করছেন, আমি তখন হুযূরের নিকট নিবেদন করি তিনি তো মির্যা শরীফ আহমদ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, সে বাদশাহ হবে। যদি সে না হয় তবে তাঁর ছেলে হবে আর সেও যদি না হয় তবে তাঁর

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 6 July, 2023 Issue No.27

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

নাতি অবশ্যই বাদশাহ হবে।(তারীখে তাহরীর, ৩০ আগস্ট, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ)

৩. মোকাররম রানা ফারুক আহমদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্, নাযারাতে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ রাবওয়াহ।

চতুর্থ খিলাফত নির্বাচনের অনতিপরই যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর খুতবাসমূহে জামা'তের কতিপয় ব্যক্তিগণের খোদা তা'লা থেকে প্রাপ্ত সুসংবাদসমূহের উল্লেখ করছিলেন তখন আমার হৃদয়ে একটি আশা জাগ্রত হয়, হে আমার খোদা! আমিও তো তোমার ধর্মের সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করেছি। তোমার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনার সাথে বিশ্বস্ততার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। বিশ্বাসগতভাবে তো এই ব্যবস্থাপনারই অন্তর্ভুক্ত, আমাকেও তোমার কোন রহমত প্রদান কর।

এ আশা ব্যক্ত করার পর এক রাতে স্বপ্নে দেখি, আমি যেন এখনও জামেয়ার ছাত্র আর নাসের হোস্টেলে থাকি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমার নিকট আসেন ও করমর্দন করে আমার হাত ধরেন। আর সে অবস্থায়ই আমাকে নিয়ে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যান। এরপর আমি দেখি যে,

"জ্যোর্তিমণ্ডিত চেহারার বিভিন্ন বয়সী আট থেকে দশজন ব্যক্তি এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। আর আমাকে বলা হল, ভবিষ্যতে উনারা আহমদীয়াতের খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হবেন। হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু যেহেতু সেসময় সম্ভবত ১৯৮৩ সন ছিল আর আমি কাউকে সেভাবে চিনতাম না তারপরও সে মুখাবয়বগুলো ভালভাবেই হৃদয়ে গেঁথে যায়। অবশেষে ১৯৯৪ সনে একদিন আমি দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ দপ্তরে যাচ্ছিলাম। যখন দিওয়ান ও ইশায়াত দপ্তরের মাঝে অবস্থান করছিলাম তখন হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবকে আসতে দেখি। সম্মান প্রদানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি থেমে যাই ও তাঁর প্রতি দৃষ্টি আপতিত হয়। তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে সে চমকপ্রদ স্বপ্ন আলোড়িত হল। সেসময় থেকে তাঁকে চিনেছি আর এ ভালবাসা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

এমনকি যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁকে নাযেরে আ'লা ও মোকামী আমীর হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছিলেন তখন তো তা আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর এই ভালবাসা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কখনও কখনও কোন জায়গায় সফর করে ফিরে এক-দুই দিনের জন্য ছুটি নিয়ে নিতাম। ছুটি নেওয়ার পরও তাঁকে এক পলক দেখার জন্য দপ্তরসমূহে চলে যেতাম আর খোদা তা'লা আমার ইচ্ছা পূরণ করতেন। সুবহানাল্লাহ্ ওয়ালহামদুলিল্লাহ্।"

(তারীখে তাহরীর, ১০ মে, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ)

৪. মোকাররম মোবারক আহমদ নাজিব সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্, নাযারাতে ইশায়াত, রাবওয়াহ।

ক. খাকসার শপথ করে বলছি, আজ থেকে ১৯ বা ২০ সাল পূর্বে সম্ভবত ১৯৮৪ সনের জানুয়ারি মাসের শুরুর দিকে আমি স্বপ্নে দেখি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ওফাত লাভ করেছেন। আর আমি রাবওয়ার মসজিদে মোবারকে অবস্থান করছি। হঠাৎ করেই জামা'তের দুজন বুযূর্গ যথাক্রমে মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা মানসুর আহমদ সাহেব (খোদা তা'লা তাঁর প্রতি রহম করুন ও তাঁকে ক্ষমা করুন) এবং মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব (এম. এ) আমাকে কাঁধে করে নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্-এর চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। আর সাথে সাথেই উচ্চস্বরে এ কথা বলা হল, "এ সময়কাল অনেক বরকতমণ্ডিত ও আনন্দময় হবে।"

খ. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ওফাত লাভের কয়েকদিন পূর্বে সম্ভবত ২০০৩ সনের ১২ এপ্রিল আমি স্বপ্নে দেখি, আমার এক হাত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর কাঁধে আর অপর হাত হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবের কাঁধে। এরপর হঠাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর চেহারা মিলিয়ে যায় অর্থাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

এ স্বপ্নগুলো পূর্বে এজন্য বর্ণনা করি নি কারণ একজন খলীফার জীবদ্দশায় এগুলো বর্ণনা করা ইসলামী শিক্ষার বিপরীত। এ দুটো স্বপ্নে পরবর্তী খলীফাতুল মসীহ্ কে হবেন এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে।

(তারীখে তাহরীর, ২৪ এপ্রিল, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ)

৫. মোকাররম মাসউদ আহমদ আনিস সাহেব, ওয়াকেফে যিন্দেগী, কাদিয়ান দারুল আমান।

ক. ১৯৮৪ সনের ২৪,২৫ জুলাই মঙ্গল ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাতে স্বপ্ন দেখি, সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ওফাত লাভ করেছেন। আর হযরত সাহেবযাদা মির্যা.....আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। স্বপ্নে খাকসার কান্নাও করছিলাম। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেসের (আই.)-এর সকাশে বয়আত নবায়নের চিঠিও লিখছি। ফজরের নামায আদায় করার মুহূর্তে এই স্বপ্নটি মনে পড়ে। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করার পর স্ত্রীর নিকট বর্ণনা করি ও এর তা'বির বা ব্যাখ্যা কি হবে তা নিয়ে চিন্তা করতে থাকি ও ভাবি যে, হুযূর আনোয়ারের আয়ু বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ্। যেভাবে ১৯৮৩ সনের ১০ সেপ্টেম্বরের স্বপ্নে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ন্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর দাড়িও শুভ্র ও লম্বা দেখি। এরপর মনে হল খোদা না করুন এর মাধ্যমে অন্য কোন বুযূর্গের মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয় নি তো! আর এর তা'বির হুযূরের আয়ু বৃদ্ধি বলেই মনে হল। যেভাবে পূর্বে দেখা একটি স্বপ্নে তাঁর অনুরূপ বয়সই দেখেছিলাম।

খ. ১৯৯৫ সনের ২৯, ৩০ জানুয়ারির মধ্যবর্তী রাতে স্বপ্নে দেখি, একজন যুবক খলীফা বিদ্যমান। যার বরকতমণ্ডিত দাড়ি কালো। আর যুবক বয়সী। রাত তিনটায় এ স্বপ্ন ভেঙে যায়। অতঃপর আর ঘুম আসে নি। মসজিদে গিয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করি।

(তারীখে তাহরীর, ২৫ অক্টোবর, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ)

৬. মোকাররম আব্দুর রশিদ আহমদ সাহেবের পুত্র আমের মাহমুদ, পাশিন বেলুচিস্তান

ক. এটি ১৯৮৮ সনের ঘটনা। আমি স্বপ্নে দেখি, হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব বায়তুয যিকরে ইমাম হিসেবে নামায পড়াচ্ছেন। এ স্বপ্নের তা'বির বা ব্যাখ্যা আমার কাছে এটিই মনে হল তিনি খিলাফতের মাধ্যমে উপকৃত হবেন যদিওবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তখন জীবিত ছিলেন। এজন্য আমি এ স্বপ্নের তা'বির বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন করতে দ্বিধান্বিত ছিলাম।

খ. অনুরূপভাবে ২০০১ সনে স্বপ্নে দেখি, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব তাঁর দপ্তরে বসে আছেন ও সেখানে অনেক মানুষের ভিড়। একজন ব্যক্তি খাবারের একটি ট্রেতে কিছু খাবার এমনভাবে হাতে নিয়ে রেখেছেন যেন ভিড়ের মাঝে তা পড়ে না যায়। আর সে ব্যক্তি উচ্চস্বরে বলছেন, এটি মিয়াঁ সাহেবের ইফতারি। অতঃপর মিয়াঁ সাহেবের দপ্তরের বাইরে উঠানে একটি ছোট টেবিল ও চেয়ার রাখা হয়। আর সে খাবার তাঁর নিকট উপস্থাপন করা হয় আর এর সাথেই ঘোষণা করা হয় যে অন্যান্য সদস্যগণ দারুয যিয়াফতে ইফতারি করবেন। এ স্বপ্নটি আমি আমার মাকে শুনাই তো তিনি বলেন, মির্যা মাসরূর সাহেব অবশ্যই খিলাফতের আসনে আসীন হবেন।

(তারীখে তাহরীর, ২১ মে, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ)

৭. মরহুম সুফি বাশারাত আহমাদুর রহমান সাহেব, রাবওয়াহ২০০৫ সনের ২৯ জানুয়ারি মোকাররম ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ আহমদ আসগর সাহেবের একটি প্রবন্ধ "মোকাররম সুফি বাশারাতুর রহমান সাহেব স্মরণে" এ নামে দৈনিক আল ফযল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যেখানে তিনি লিখেন, ১৯৯০ অথবা ১৯৯১ সনের ঘটনা। আমি মোকাররম সুফি সাহেবকে বলি যে, আমার নিকট কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত "খিলাফত ও মুজাদ্দেদীয়্যত" নামক একটি পুস্তিকা রয়েছে। যেখানে ১৯৬৮ সনের আনসারুল্লাহ্ ইজতেমা উপলক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দির সন্ধিক্ষণে বিভিন্ন দেশের বার্ষিক জলসা উপলক্ষে বাণী ছাপানো হয়েছিল। তিনি সেই পুস্তিকাটি পড়ার জন্য নেন। আর যখন তা ফেরত নেওয়ার জন্য যাই তখন খিলাফতের ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি তার এক রুইয়ার ব্যাপারে বলেন যে তাকে ইঙ্গিতে এটি জানানো হয়েছে যে পঞ্চম খিলাফতের উচ্চ আসনে কে সমাসীন হবেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছে তিনি এখনও অনেক অল্প বয়স্ক ও অপরিচিত ব্যক্তিত্ব। অতঃপর মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবের প্রতি ইঙ্গিতও করেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর প্রয়াণে.....খিলাফত নির্বাচনের পূর্ববর্তী যে রাত লন্ডনে অতিবাহিত হয়েছে তা অত্যন্ত কষ্টে ও অস্থিরতায় কেটেছে। শোয়ারত অবস্থায় যখন পাশ পরিবর্তন করতাম তখন পরবর্তী খলীফাতুল মসীহ্ নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের সম্মুখীন হচ্ছিলাম। সেসময় সুফী বাশারাতুর রহমান সাহেবের (যিনি এ ঘটনার বহু বছর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন) স্বপ্নের কথা মনে পড়ে আর সেইসাথে নিজের একটি স্বপ্নও মনে পড়ে। অতঃপর আমার হৃদয় এই বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে যে, খোদা তা'লার তকদীর অনুযায়ী হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবই পরবর্তী খলীফাতুল মসীহ্।

(তারীখে তাহরীর, ২৯ জানুয়ারি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir